গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ২৬ সংখ্যা ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

সাম্রাজ্যবাদীদের জালিয়াতি আবার ফাঁস হল

হঠাৎ যেন সত্য কথা বলার ধুম পড়েছে, তাও আবার খুনী লুঠেরা শাসকদের মধ্যে। সত্যবাদীর তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন কুখ্যাত মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সি আই এ'র ডিরেক্টর জর্জ টেনেট। গত ৫ ফেব্রুয়ারি জর্জ টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় টেনেট বলেছেন, ইরাক আক্রমণ করার আগে তাদের গোয়েন্দা রিপোর্টে কখনই বলা হয়নি যে, ইরাক থেকে বিপদ আসন্ন। অর্থাৎ যে গোয়েন্দা রিপোর্টকে অজুহাত করে মার্কিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ইরাককে ধ্বংস করতে বর্বর আগ্রাসন চালিয়েছে, মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তরের কর্তা এখন বলছেন, তেমন কোথাও রিপোর্টই তারা দেয়নি।

অসংখ্য গুপ্ত হত্যা ও গণহত্যার কারবারী সি আই এ'র কর্তা হঠাৎ বিবেক দংশন অনুভব করছেন, একথা ভাবার কোনও কারণ নেই। আসলে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ চরম মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হওয়ার পর এখন যেভাবে ভণ্ড তপস্বীর মতো মার্কিন জনগণকে বলছেন, ইরাক সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্যের তিনি 'নিরপেক্ষ তদন্ত' করাবেন ও জনগণকে প্রকৃত ঘটনা জানাবেন, তাতেই টেনেট বুঝে ফেলেছেন, এবার বলির পাঁঠা করা হবে সি আই এ কর্তাকে। ঠিক যেভাবে ব্রিটেনে টনি ব্লেয়ার, বিচারক লর্ড হাটনকে দিয়ে সাজানো তদন্ত করিয়ে বিজ্ঞানী কেলি'র আত্মহত্যার সমস্ত দায় ব্রিটিশ মিডিয়া বি বি সি'র ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেকে 'সাধু' প্রমাণ করে নিয়েছেন। অবশ্য জর্জ বুশ নিরপেক্ষ তদন্তের কথা বলার পর তাঁবেদার টনি ব্লেয়ারও বলেছেন ব্রিটিশ গোয়েন্দা রিপোর্টের অর্থ বুঝতে তারও নাকি ভুল হয়েছিল। সেজন্য তিনিও তদন্ত করবেন। লর্ড হাটনের তদন্ত বিচারব্যবস্থার ইতিহাসে কলঙ্করূপেই লিখিত থাকবে। আমাদের এই ভারতবর্ষে, সম্প্রতি এক সাংবাদিক প্রমাণ করে দিয়েছেন, টাকা দিলে আদালত থেকে যেকোন রায় বের করে আনা যায়। প্রমাণ হিসাবে তিনি গুজরাটের এক নিম্ন আদালত থেকে ৪০ হাজার টাকা খরচ করে ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতির নামে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা পর্যন্ত বের করে এনে দেখিয়েছেন। ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ বলে বাহবা পায়। যারা বাহবা দেয়, তাদের কাছে আমেরিকা-ব্রিটেন হচ্ছে গণতন্ত্রের স্বর্গ। আসলে বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের স্তম্ভ বলে কথিত বিচারব্যবস্থার এই জালিয়াত চেহারাটা আজ সকল দেশেই প্রকট, যা প্রমাণ করে পার্লামেন্টারি ব্যবস্থায় গণতন্ত্র বলে আর কিছুই নেই।

ইরাক ধ্বংস করার গৌরব রথে মার্কিন জাতিদম্ভের নিশানা উড়িয়ে জর্জ বুশ আসন্ন নির্বাচনে পুনরায় জয়ী হয়ে ঘরে ফিরবেন বলে নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু ইরাকের বীর জনগণের তীব্র প্রতিরোধ সংগ্রাম তার সুখস্বপ্ন চুরমার করে দিতে বসেছে। ইরাকি গেরিলা প্রতিরোধের কবলে পড়ে প্রতিদিন দখলদার মার্কিন সেনার মৃত্যু আমেরিকার জনমানসে আঘাত হানছে, ক্রমেই তাদের কাছে একথা স্পষ্ট হচ্ছে যে, ইরাককে আক্রমণের পিছনে মার্কিন নাগরিকদের নিরাপত্তা

আটের পাতায় দেখুন

কমরেড নীহার মুখার্জী আরোগ্যলাভ করছেন

গত ১২ জানুয়ারি সল্ট লেকের কেন্দ্রীয় কমিউনে পড়ে গিয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর ডান পায়ে নেক ফিমার ফ্র্যাকচার হয়েছে। প্রথম সারির অস্থিশল্যবিদ ডাক্তার অঞ্জন পান ও সহযোগী চিকিৎসকরা ২৩ জানুয়ারি অপারেশন করে কৃত্রিম হাড় প্রতিস্থাপন করেছেন।

অসুস্থতাজনিত নানান জটিলতার পর্যায় পার হয়ে বর্তমানে তিনি সল্ট লেকের ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিকে আরোগ্যলাভ করছেন। প্রফেসর এন কে মজুমদার, ডঃ সুশ্রুত বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ গৌতম সরকার, ডঃ সঞ্জয় ঘোষ, ডঃ সুনন্দ অধিকারী ও অন্যান্যদের নিয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের টিম তাঁর চিকিৎসার তত্ত্বাবধান করে চলেছেন।

অসময়ে লোকসভা ভেঙে দেওয়ার সঙ্গে জনস্বার্থের কোন সম্পর্ক নেই

বিজেপি পরিচালিত এন ডি এ সরকার, চতুর পরিকল্পনা ও কৌশলের দ্বারা নির্বাচনে ফয়দা তোলার হীন মতলব থেকে যেভাবে সময়ের আট মাস আগেই ত্রয়োদশ লোকসভা ভেঙে দিল, তার তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ৭ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, এভাবে লোকসভা ভেঙে দেওয়ার সঙ্গে জনস্বার্থের কোন সম্পর্ক নেই। বরং এর দ্বারা শাসক বিজেপি'র ঘৃণ্য ক্ষমতা লালসাই নগ্ন হল।

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেসময় ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, ঠিক সেসময়ই লোকসভার নির্বাচন করার জন্য বিজেপি সরকারের সুপারিশের সমালোচনা করে তিনি বলেন যে, এর দ্বারা ছাত্রসমাজের শিক্ষার স্বার্থেরও গুরুতর ক্ষতি করা হবে।

মুখে গরিবি হটাও বুলি বাজেটে কোন প্রতিফলন নেই

অস্বীকার করতে পারেনি এমনকি বাণিজ্যিক সংবাদপত্রও। অন্তর্বর্তী কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে তারা লিখেছে — ''মধ্যবিত্ত সরকারি কর্মচারী এবং গ্রামাঞ্চলের মূলত ধনী ও বৃহৎ কৃষক সম্প্রদায় ছাড়া বাকি দেশবাসীর মুখে হাসি ফোটানোর মতো বিশেষ কিছুই নেই বাজপেয়ি সরকারের অন্তর্বর্তী বাজেটে।'' (বর্তমান, ৪ ফেব্রুয়ারি) এই বাজেটকেই আবার অন্যত্র বলা হয়েছে — ভোটের মুখে জনমনোরঞ্জনী বাজেট। ''ভোটের দিকে লক্ষ্য রেখে অর্থমন্ত্রী যশোবন্ত সিন্‌হা 'কল্পতরু' সেজেছেন, উদার হাতে দাক্ষিণ্য বিতরণ করেছেন।''

প্রশ্ন হল, কাদের তিনি দিয়েছেন? কী দিয়েছেন, এবং যাদের দিয়েছেন তারা ভারতবর্ষের কত শতাংশ মানুষ?

দেশের অর্থনীতি এবং বাজেট আলোচনার কতগুলি বহুল প্রচলিত মাপকাঠি আছে, যেগুলি বাণিজ্যিক সংবাদপত্র বা প্রথাগত অর্থনীতি-বিদ্যায় ব্যবহার করা হয়। যেমন জি ডি পি বৃদ্ধির হার কত, শেয়ার বাজার কেমন চাঙ্গা হচ্ছে, পুঁজি বিনিয়োগের হার বাড়ছে কতটা — এগুলোকে মাপকাঠি করে বাজেট আলোচনার যে রীতি প্রচলিত আছে তা জনজীবনের সমস্যা বা সঙ্কটের হ্রাসবৃদ্ধিকে প্রতিফলিত করে না। তাই প্রায়শই দেখা যায়, অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা যখন বলেন — 'সঙ্কটের মেঘ কেটে যাচ্ছে' বা 'অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াচ্ছে' — তখনই দেখা যায় বাজারে অগ্নিমূল্য, গরিব চাষী ফসলের দাম পাচ্ছে না, কলকারখানা বেশি বেশি করে বন্ধ হওয়ায় বা অধিকতর উন্নত প্রযুক্তি চালু হওয়ায় শ্রমিক-কর্মচারী কাজ হারাচ্ছে, বেকার বাড়ছে। কাজেই জি ডি পি কত বাড়ল, আর্থিক ঘাটতি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে বাঁধা গেল কিনা — এসব লোকঠকানো যুক্তিতে আমরা ফেঁসে যেতে পারিনা। দেশের ৮০ শতাংশ মানুষের জীবনে যা মূল সমস্যা, অর্থাৎ 'রোটি-কাপড়া-মকান', তার সাথে অন্তত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য — তার কতটুকু সুরাহা হল বা হল না, এই দৃষ্টিকোণ থেকে সরকারি আর্থিক নীতি বা বাজেট বিচারটাই প্রকৃত বিচার।

কল্পতরু যশোবন্ত কী দিয়েছেন অন্তর্বর্তী বাজেটে? কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতার অর্ধেক মূল বেতনের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মোট বেতন ও ভাতা বেড়ে যাবে। এটা নাকি একটা বিরাট জনদরদী পদক্ষেপ! দেশে জনসংখ্যা ১০০ কোটি, তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারে কাজ করেন কতজন ? ২০০২ সালে সংখ্যাটা ছিল ৪০ লক্ষ (সেনাবাহিনী বাদে)। কেন্দ্রের ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা বছরে ২ শতাংশ কর্মচারী কমানো, সেই হিসাবে অন্তত ১ লক্ষ ৬০ হাজার কর্মচারী কমে গিয়েছে, অর্থাৎ দেশের জনসংখ্যার প্রতি হাজারে চার জনেরও কম। ইদানীংকালে মালিকশ্রেণীর দালালরা, এমনভাবে বিষয়গুলি

চারের পাতায় দেখুন

এবারের কলকাতা বইমেলায় গণদাবী'র স্টল

পঞ্চায়েত করের প্রতিবাদে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ

গোসাবা

২৯ জানুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার এস ইউ সি আই গোসাবা লোকাল কমিটির উদ্যোগে গৃহপালিত প্রাণীর উপর বামফ্রন্ট সরকারের কর চাপানোর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বি.ডি.ও অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয়। প্রায় দেড় শতাধিক মানুষ গোসাবার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে জটীরামপুর খেয়াঘাটে জমায়েত হয় ব্যানার ও বিভিন্ন দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড সহ সুসজ্জিত মিছিল মাইকে শ্লোগান দিতে দিতে রাঙা-বেলিয়া-গোসাবা ও সাতজেলিয়ার প্রায় ৬ কিমি পথ পরিক্রমা করে। বেলা ১টার সময় মিছিল শুরু হয়ে ৩টায় গোসাবা বাজার ঘুরে বি.ডি.ও অফিসে পৌঁছায়। আগাম জানানো সত্ত্বেও বি.ডি.ও অন্য কাজের অছিলায় অহেতুক সময় নিতে থাকেন। ডেপুটেশন-এর প্রতিনিধিরা বি.ডি.ও অফিসের বারান্দায় গিয়ে অপেক্ষা করা সত্ত্বেও বি.ডি.ও আসেন না। তখন নিচে অফিস চত্বরে অপেক্ষমান জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং মাইকে ঘোষণা করে — অতিসত্বর বি.ডি.ও স্মারকপত্র নিতে না এলে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য প্রশাসনই দায়ী থাকবে। তখন বি.ডি.ও প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করেন এবং দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। এরপর উদ্যোক্তারা অফিসচত্বরে এবং গোসাবা বাজারে পথসভা করেন। এই কর্মসূচি জনসাধারণের মধ্যে প্রবল উৎসাহ সৃষ্টি করেছে।

নদীয়া

কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠন (কে কে এম এস) এবং এস ইউ সি আই-এর উদ্যোগে নদীয়া জেলায় গরিবমারা খাজনা নীতির প্রতিবাদে বিভিন্ন পঞ্চায়েত ও আর আই অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

১৯ জানুয়ারি ধোড়াদহ ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতে গরিবদের বি পি এল কার্ড, ক্ষেতমজুরদের পরিচয়পত্র এবং সারা বছর কাজের দাবিতে, মদের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়া এবং পঞ্চায়েতি কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে দুই শতাধিক মানুষ মিছিল করে ডেপুটেশন দেন। জমায়েতস্থল রজনীকান্ত হাইস্কুল মোড়ের সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সংগঠক মনিকুর রহমান। কমরেড ধনপতি মণ্ডলের নেতৃত্বে ৫ জনের প্রতিনিধি দল পঞ্চায়েত প্রধানকে ডেপুটেশন দেয়। স্থানীয় আর আই খাজনা মকুবপ্রাপ্ত জমির মালিকদের সার্টিফিকেট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এই আন্দোলন কৃষকদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করেছে। পরে এক সভায় বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই নেতা কমরেড আলতাফ হোসেন ও কমরেড আজাদুর রহমান।

২০ জানুয়ারি নারানপুর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতেও অনুরূপ কর্মসূচি পালিত হয়। এখানে কমরেড শেরফুল ইসলাম ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন। অঞ্চলপ্রধান বলেন, 'আমরা পঞ্চায়েতি কর বৃদ্ধি করতে না চাইলেও ওপর থেকে আমাদের চাপ দেওয়া হচ্ছে।' তিনি প্রতিশ্রুতি দেন তিনি মদের দোকান খোলার সুপারিশ করবেন না।

এরপর এক সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেড আজাদুর রহমান, মোসলেম গাজী এবং এস ইউ সি আই জেলা কমিটির সদস্য কমরেড লোহিরুদ্দিন।

বীরভূম

বীরভূম জেলার নলহাটি ১নং ব্লকে কলিঠা গ্রাম পঞ্চায়েতে ক্ষেতমজুরদের সারা বছর কাজ, খাসজমি গরিবদের মধ্যে বণ্টন, বি পি এল তালিকায় প্রকৃত গরিবদের নাম অন্তর্ভুক্তির দাবিতে, পঞ্চায়েতে কর ধার্য করা এবং মদের লাইসেন্স দেওয়ার প্রতিবাদে ৩০ জানুয়ারি অঞ্চলপ্রধানের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেড আব্দুস সালাম, মজিবর রহমান, গোলাম কিবরিয়া, গোরাচাঁদ কর্মকার প্রমুখ।

জলপাইগুড়ি

'সারা ভারত কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠন'-এর জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি আলিপুরদুয়ার ১নং বি.ডি.ও অফিসে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কর সাধারণ মানুষের উপর না চাপানোর দাবি সহ ১১ দফা দাবির ভিত্তিতে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। উক্ত ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক তরণী রায়। তিনি বলেন উক্ত দাবিগুলি পূরণ না হলে আগামী দিনে লাগাতার গণআন্দোলন গড়ে

সাতের পাতায় দেখুন

জয়নগর-মজিলপুরে এস ইউ সি আই-এর আঞ্চলিক কার্যালয়ের উদ্বোধন

গত ৩ ফেব্রুয়ারি উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে জয়নগর-মজিলপুর এস ইউ সি আই পৌর আঞ্চলিক কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে কার্যালয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত কর্মী-সমর্থকদের সভায় সভাপতিত্ব করেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলান, তিনিই কার্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

সভায় তিনি বলেন, এই জেলায় দলের সংগঠনের সাথে বহু কর্মী-সংগঠক এবং নেতার জীবন ও রক্ত মিশে আছে যাঁরা গরিব মানুষের স্বার্থে লড়াই করতে গিয়ে কায়েমী শক্তির দ্বারা হাতে শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন। এঁদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা আমরা দেখাতে পারব যদি তাঁদের জীবন থেকে শিক্ষণীয় দিকগুলি আয়ত্ত করতে পারি। তিনি বলেন, বর্তমানে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের মারাত্মক আক্রমণ যেমন সত্য, তেমনই তার বিরুদ্ধে দেশে দেশে মানুষের ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধ আন্দোলনও সত্য।

প্রধান বক্তা রাজ্য কমিটির ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার বলেন, জয়নগর মজিলপুর পুর আঞ্চলিক কমিটির নিজস্ব কার্যালয় বহুদিন ধরেই আকাঙ্খিত ছিল। জনসাধারণের সহায়তায় আজ তা করা সম্ভব হল, এটা আনন্দের। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, আমাদের দলের উদ্যোগে জনজীবনের নানাবিধ সমস্যার বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে যে গণআন্দোলন চলছে, তাকে আরও শক্তিশালী ও সংহত করার, কর্মীদের ক্রমাগত উন্নত বিপ্লবী জীবন ও সংস্কৃতি অর্জন করার সংগ্রামে এই কার্যালয় নিশ্চয় বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করবে এবং তবেই একমাত্র দলীয় অফিসের সার্থকতা।

গত ১ জানুয়ারি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ সুশীলকুমার মুখার্জী ডি এস ও'র দেওয়া সম্বর্ধনার উত্তরে যে বক্তব্য রেখেছিলেন, টেপ রেকর্ডে বাজিয়ে সেটি শোনানো হয়।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সভার শুরু হয়। সভা শেষ হয় আন্তর্জাতিক সঙ্গীত দিয়ে।

জয়নগরে পুর আঞ্চলিক কার্যালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলান। পাশে জয়নগরের বিধায়ক বিশিষ্ট জননেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার

শিক্ষার মানের অধঃপতনের জন্য সরকারি নীতিই দায়ী —বি পি টি এ

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য বার্ষিক সাধারণ সভা গত ১ ফেব্রুয়ারি স্টুডেন্টস হলে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় দেড়শত জন নির্বাচিত প্রতিনিধি সাধারণ সভায় যোগ দেন।

বেলা ১২টা থেকে প্রতিনিধি অধিবেশন শুরু হয়। সমিতির সভাপতি বিশিষ্ট জননেতা অধ্যাপক সুকোমল দাশগুপ্ত সহ মহাদেব ঘোষ, বাণী মুখার্জী, আশুতোষ চৌধুরীকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সভার কাজ পরিচালনা করেন। সম্পাদকীয় রিপোর্ট, আয়ব্যয়ের হিসাব সহ কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রকাশ্য অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ দিলীপ কুমার সিংহ।

সভার প্রারম্ভে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক কার্ত্তিক সাহা। তিনি শিক্ষকদের অর্জিত অধিকার হরণ করা ও শিক্ষার মানের অধঃপতনের জন্য সরকারি নীতিকে দায়ী করে এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

প্রধান অতিথি ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন — এই সমিতির প্রতিটি কাজকর্মে আমি দীর্ঘদিন যুক্ত আছি। শিক্ষা ও শিক্ষক সমস্যা সমাধানে আপনাদের নিরলস সংগ্রামের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। যতদিন জীবন আছে ততদিন শিক্ষার আন্দোলনে আমি আপনাদের পাশে থাকব।

বিশেষ অতিথি ডঃ দিলীপ কুমার সিংহ বলেন — এ রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সর্বস্তরে চরম সঙ্কট। সরকারি নীতিই এর জন্য দায়ী। আপনাদের আন্দোলনের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা আছে ও থাকবে।

সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক সুকোমল দাশগুপ্ত কেন্দ্র ও রাজ্যের শিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, বিশ্বায়নের নামে উভয় সরকারই শিক্ষার চরম সর্বনাশ সাধন করে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করছে। একে মোকাবিলা করতে সংগঠনকে আরও দৃঢ় ও মজবুত করতে হবে। তিনি শিক্ষক সমাজকে ব্যাপকভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদন জানান।

সভা থেকে উপযুক্ত মানের ইংরাজি পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, বাংলা বানান বিভ্রান্তি দূর করার জন্য সুষ্ঠু পদক্ষেপ গ্রহণ, প্রাথমিক স্তরে পাশ-ফেল প্রথা ও বৃত্তি পরীক্ষা পুনঃপ্রবর্তন, শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে পাঠ্যপুস্তক প্রদান, শিক্ষকদের মাসপয়লা বেতন ও অবসরের দিনই পেনশন প্রদান, ৭০ হাজার শূন্যপদে অবিলম্বে শিক্ষক নিয়োগ, চুক্তিতে শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত বাতিল ইত্যাদি দাবি জানানো হয়।

সভায় সিদ্ধান্ত হয় ফেব্রুয়ারি মাসে ব্যাপক জনমত গঠনকল্পে সভা-কনভেনশন, সার্কেল স্তরে ডেপুটেশন এবং মার্চ মাসে জেলা স্তরে গণডেপুটেশন ইত্যাদি আন্দোলন সংগঠিত করা হবে।

এ আই এম এস এস-এর দ্বিতীয় সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলন

এত বৃহৎ মহিলা সমাবেশ কটক শহর আগে দেখেনি

ওড়িশার কটক শহর। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন যোদ্ধা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মস্থান। এই শহরে ২৮-৩০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হল মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলন। ভারতবর্ষের ১৮টি রাজ্য থেকে নারী আন্দোলনের অগ্রণী সেনানীরা এই সম্মেলনে এসেছেন। কলকারখানা-খনি-বাগিচার নারী শ্রমিক, চাষী রমণী, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী-শিক্ষিকা-অধ্যাপিকা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মরতা মহিলারা এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। এসেছেন পশ্চাৎপদ অংশের মহিলারা, আদিবাসী নারীরা। তাঁদের প্রত্যেকের জীবনে কত বিচিত্র ধরনের সমস্যা। দেশের প্রান্তে প্রান্তে সেসব নিয়ে তাঁরা লড়াই করছেন, লড়াইয়ের পথে তাঁরা মিলিত হয়েছেন সম্মেলনে — চিন্তার আদান-প্রদানে, মত বিনিময়ে অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে তাঁরা ফিরে যাবেন বৃহত্তর আন্দোলনের প্রেরণা নিয়ে নতুন বার্তা বহন করে। সেই অর্থে এই সম্মেলন নারী আন্দোলনের ইতিহাসে একটি দিকচিহ্ন।

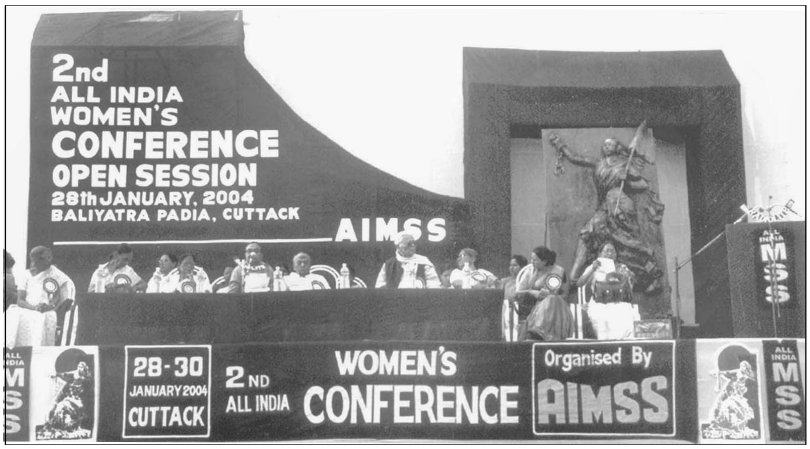

এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন ওড়িশার প্রখ্যাত সাহিত্যিক পদ্মশ্রী ডঃ শচীরাউত রায়, বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন অসমের সাহিত্যিক নিরুপমা বরগোঁহাঞি এবং প্রধান বক্তা এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ওড়িশা রাজ্য সম্পাদক কমরেড তাপস দত্ত। সম্মেলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক নারী ফোরামের নেত্রী সায়েদা পারভিন আখতার এবং অল নেপাল উইমেনস অ্যাসোসিয়েশনের নেত্রী অঞ্জনা বিশঙ্কি।

কটক শহরে মহিলাদের এতবড় সমাবেশ ইতিপূর্বে হয়নি। এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে কটক শহর সেজেছিল সংগ্রামী সাজে। শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ব্যানার-পোস্টার, দেওয়াল লিখন, দাবি সম্বলিত হোর্ডিং প্রভৃতির মধ্য দিয়ে স্বেচ্ছাসেবকরা এই সম্মেলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করেছেন। এই সম্মেলন মূল যে কথাটি তুলে ধরেছে — নারীমুক্তি — স্বেচ্ছাসেবকেরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে স্থাপন করেছে সেই শৃঙ্খলমুক্ত নারীর প্রতীক — লক্ষ কোটি বছরের শৃঙ্খল ছিঁড়ে যে নারী চির উন্নত শির।

২৮ জানুয়ারি প্রকাশ্য সমাবেশের উদ্দেশ্যে দু'টি বিশাল মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। একটি মিছিল রওনা হয় কটক রেল স্টেশন থেকে। এই মিছিলে অংশ নেন ওড়িশার বিভিন্ন জেলা থেকে, গ্রাম গ্রামান্তর থেকে আগত মায়েরা-বোনেরা। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন পশ্চিমবাংলার মেদিনীপুর ও ঝাড়খণ্ড থেকে আগত প্রতিনিধিরা। অন্য মিছিলটি রওনা হয় বারবাটি স্টেডিয়াম থেকে। এই মিছিলের পুরোভাগে ছিল 'সমানাধিকার-প্রগতি-সমাজতন্ত্রের' ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে সুসজ্জিত প্যারেড বাহিনী। তাদের পেছনে দিল্লি রাজ্য থেকে আগত প্রতিনিধিরা। তারপর অসম, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, হরিয়ানা, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, গুজরাট, ত্রিপুরা, ছত্তিশগড়, পাঞ্জাব, রাজস্থান, মেঘালয় ও পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিরা। নানা ভাষায় লেখা দাবি ব্যানার-পোস্টার, উচ্চারিত বলিষ্ঠ স্লোগান — একই সঙ্গে গোটা ভারতবর্ষকে দেখার এ এক অনন্য দৃশ্য। মনে হচ্ছিল এই মিছিল যেন একটা মিনি ভারতবর্ষ। এই মিছিলে যাঁরা এসেছেন, ভাষায় তাঁরা আলাদা, কিন্তু সম্মেলনের মূল সুরে তাঁরা এক। মিছিল থেকে মুহুর্মুহু স্লোগান উঠছিল 'পণপ্রথা বন্ধ কর', 'নারী নির্যাতন বন্ধ কর', বিজ্ঞাপনে নারীদেহ প্রদর্শন চলবে না', 'সমকাজে সমমজুরি দিতে হবে,' পুরুষ পুলিশ দিয়ে মহিলাদের গ্রেপ্তার করার সুপ্রীম কোর্টের রায় বাতিল করতে হবে', 'বিশ্বায়ন নিপাত যাক', 'সাম্প্রদায়িকতা ধ্বংস হোক', 'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই' প্রভৃতি। স্লোগানে মুখরিত এই মিছিল যেন ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে দিয়ে যায়। তাই মিছিল দেখতে পথপার্শ্বে দাঁড়িয়ে পড়েছেন অসংখ্য মানুষ।

মিছিলে হেঁটেছে ছিন্ন-মলিন বসনা-নারী, কোলে তার শীর্ণকায় শিশুসন্তান — অপুষ্টির চিহ্ন সর্বাঙ্গে। নারীমুক্তি তার চাই, কিন্তু সর্বাগ্রে তার প্রয়োজন দারিদ্র্যের নির্মম কশাঘাত থেকে মুক্তি। ওড়িশার কালাহাণ্ডি, কোরাপুট প্রভৃতি দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকার যে নারী অভাবের তাড়নায় কোলের সন্তান বিক্রি করতে বাধ্য হয়, তার কাছে অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে মুক্তির প্রশ্নটিই প্রধান। আর এ লড়াইয়ে পুরুষ তার সাথী। কারণ পুঁজিবাদী শোষণের শিকার সেও। বাস্তবে পুঁজিবাদসৃষ্ট সমস্যাই নারীপুরুষ উভয়ের জীবনকে জেরবার করে দিচ্ছে। এই পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামের পথেই একদিন নারীজীবনে পুরুষের আধিপত্যেরও অবসান ঘটবে।

প্রশ্ন করেছিলাম কর্ণাটকের উমা দেবীকে ঃ আপনারা বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে লড়ছেন কেন? উমা দেবী বললেন, 'অর্থনীতি ও সংস্কৃতিগতভাবে বিশ্বায়ন নারীদের ক্ষতি করছে। বিজ্ঞাপনে নারীদেহ প্রদর্শন, বিউটি কনটেস্ট, সেক্স টুরিজম — সমাজের নৈতিক মান ধ্বসিয়ে দিচ্ছে। বাধ্যতামূলক ছাঁটাই করে মানুষকে তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটে ফেলে দিচ্ছে বিশ্বায়ন।

তথ্য প্রযুক্তির ছাত্রী ময়ূরী সোনেকার, মহারাষ্ট্র থেকে এসেছেন। তাঁর কাছে নারীমুক্তি কিছু নারীর বিলাসী জীবন নয়। তিনি জানালেন, পশ্চাৎপদ অবস্থা থেকে নারী সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। তাঁদের নেত্রী নন্দিনী ভোগে জানালেন, এই প্রথম এম এস এসের সম্মেলনে তাঁরা যোগ দিলেন। মহারাষ্ট্র থেকে তাঁরা ৪৮ জন প্রতিনিধি এসেছেন। গুজরাটের এক হাসপাতালের কর্মী অমি ভাট, নারীজীবনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাজনিত মর্মান্তিক নির্যাতনের কাহিনী শোনালেন। ধর্মের নামে যারা মানুষ মারে — তাদের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাতে — এই সম্মেলনে এসেছেন তাঁরা। তাঁরা 'এক নারীর কাহিনী' নামে এক পথনাটিকাও মঞ্চস্থ করেন।

কেরালার কে এস শশিকলা, তামিলনাড়ুর জয়ন্তী, হরিয়ানার সন্তোষ সৌরান, প্রত্যেকের চোখে-মুখে লড়াইয়ের দীপ্তি — যেন একটা নতুন প্রাণের প্রবাহ। জিজ্ঞেস করেছিলাম, আরও অনেক নারী সংগঠন আছে — যারা সমানাধিকার, নারীমুক্তির কথা বলে। সেসব সংগঠনে না গিয়ে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনে আসার কারণ কী? উত্তর দিলেন মধ্যপ্রদেশের স্কুল শিক্ষিকা ভিকি শ্রীবাস্তব। তিনি বললেন, অন্যান্য সংগঠনগুলি মুখে এসব বলে, বাস্তবে তাদের মানসিক ধাঁচা সেরকম নয়। কিন্তু এম এস এস-এ নারীর মর্যাদা সুরক্ষিত।

ছয়ের পাতায় দেখুন

কমরেড নীহার মুখার্জীর বার্তা

কমরেড প্রেসিডেন্ট ও কমরেড প্রতিনিধিবৃন্দ,

আপনাদের সংগঠনের দ্বারা আহূত দ্বিতীয় সর্বভারতীয় এই মহিলা সম্মেলনের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য আমি আন্তরিকভাবে কামনা করি। যদিও আমার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা যতই থাকুক, শরীর খারাপ থাকার কারণে আমি আপনাদের মাঝে উপস্থিত থাকতে পারছিনা। আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে, এই সম্মেলন ভারতের শোষিত নির্যাতিত নারীদের জীবনের গুরুতর সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করবে এবং এ ব্যাপারে ন্যায়সঙ্গত ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নির্ধারণ করবে। আমি বিশ্বাস করি, কমরেড শিবদাস ঘোষের মহান শিক্ষা অনুসরণ করে একদিন যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ আই এম এস এস যাত্রা শুরু করেছিল, এই কার্যক্রম সেই লক্ষ্য পূর্ণ করার কাজে সাহায্য করবে।

আমাদের এই দেশ এক বিশাল দেশ। নানা ভাষার, নানা ধর্মের ও নানা সংস্কৃতির মানুষ এখানে পাশাপাশি বাস করে। এজন্যই গোটা দেশ জুড়ে সমস্ত শোষিত ও নির্যাতিত নারীদের ঐক্যবদ্ধ করে একটি সত্যিকারের অমোঘ নির্ণায়ক শক্তিতে পরিণত করা একটি দুরূহ ঐতিহাসিক কাজ। আমি মনে করি, এ কথাটা উল্লেখ করা উচিত যে, অজস্র প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এ আই এম এস এস সমস্ত সময়েই এই দায়িত্ব পালনে যথাসাধ্য করেছে। আমাদের কাছে গভীর আনন্দের বিষয় যে, নারীদের উপর পুঁজিবাদের নিষ্ঠুর শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে এ আই এম এস এস লড়াই চালিয়ে আসছে। অন্যদিকে তারা আন্দোলন সংগঠিত করে আসছে নারীদের প্রতি সকল প্রকারের অবমাননা, অত্যাচার-নিপীড়ন, বধূহত্যা, পণহত্যা, ধর্ষণ ও যাবতীয় অপরাধের বিরুদ্ধে, যা পুরুষতান্ত্রিক নিপীড়ন ও প্রভুত্ববাদ নারীদের জীবনে ডেকে আনে। নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তার প্রতি প্রতিদিন বেড়ে চলতে থাকা এই মর্মান্তিক ও অপরাধমূলক অবহেলা, বিশেষত সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন ও বিশ্বব্যাপী নারীর পণ্যায়নেরই প্রত্যক্ষ পরিণাম। ফলে, নারীসমাজের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে — অন্যান্য অংশের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল মানুষদের জড়িত করে — এখনই একটা ব্যাপক আন্দোলন শুরু করা জরুরী প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে একথা পরিষ্কারভাবে বুঝে নেওয়া দরকার যে, পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্য ও উৎপীড়নের মধ্য দিয়ে আসলে প্রতিফলিত হয় সমাজের উপর পুঁজিপতিশ্রেণীর আধিপত্যই। আমাদের এই পুঁজিবাদী সমাজে একটি কন্যা-সন্তান সাধারণত অবহেলা ও বৈষম্যের শিকার হয়। অথচ, অভিজ্ঞতা একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, সমান সুযোগ পেলে, মেয়েরাও সকল কাজের ক্ষেত্রে পুরুষের সমান ভূমিকা পালন করতে পারে। অতএব মেয়েরা পুরুষের চেয়ে ক্ষমতায় কম — এই ধারণা এক সুপ্রাচীন দৃঢ়মূল সংস্কার ছাড়া কিছুই নয়। এই সমাজে নারী দু'ভাবে শোষিত, নির্যাতিত ও অবমানিত হয়। পরিবারের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্বের অধীনে নারীর বশ্যতা মদত পায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নারীর অসহায়তার দ্বারা — যে পুঁজিবাদ নারীকে বঞ্চিত করে উপযুক্ত ও পরিপূর্ণ শিক্ষা থেকে, চাকরির সুযোগ থেকে, এবং তার মধ্য দিয়ে আর্থিক স্বাধীনতা থেকে ও শেষপর্যন্ত তার নিরাপত্তা থেকে। পুঁজিবাদ নারীর শ্রমশক্তিকে লুণ্ঠন করে কেবল মুনাফালাভের জন্য। সুতরাং পুরুষের কর্তৃত্বকে মদত দেয় ও লালন করে যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, তাকে উচ্ছেদের পথেই একমাত্র নারীর মুক্তি অর্জন করা সম্ভব। কিছু গোষ্ঠী, যারা মনে করে যে পিতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদের জন্য পুঁজিবাদ নয়,

সাতের পাতায় দেখুন

মুখে গরিবি হটাও বুলি

একের পাতার পর

উপস্থাপনা করে যেন কর্মচারীদের বেতন বাড়ানোই উচিত নয়। কলেকারখানায়-খেতখামার বাগিচায় শ্রমিকদের মজুরিবৃদ্ধির দাবি উঠলেই এরা 'গেল' 'গেল' রব তোলে। এরাই দেখাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের এই বেতন সংশোধন যেন বিরাট একটা জনমুখী কাজ — যা বি জে পি করেছে। অথচ যা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছে তা বাড়তি কিছু নয়, পঞ্চম বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এটা আগেই কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের প্রাপ্য ছিল। ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মচারীদের বেতনচুক্তিতে মূল বেতনের সঙ্গে মহার্ঘভাতার একটা অংশ যুক্ত করার রীতি ইতিপূর্বেই চালু আছে। দেরিতে হলেও ভোটের মুখে বিজেপি সরকার তা কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে চালু করল — এই মাত্র।

কৃষিক্ষেত্র সম্পর্কে সরকারি পদক্ষেপ ঘোষণা করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেছেন — ''আমি আশা করি যোগ্যতাসম্পন্ন সমস্ত কৃষক ২০০৪ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড পেয়ে যাবেন।'' উন্নত প্রযুক্তির অত্যাধুনিক ব্যাঙ্ক পরিষেবা যাতে গ্রামাঞ্চলে পৌঁছে দেওয়া যায় সেজন্য মালিকদের অনুরোধক্রমে ক্রেডিট কার্ড এমনভাবে মডিফায়েড করা হবে যাতে তাঁরা এ টি এম ব্যবহার করতে পারেন। প্রশ্ন হল, অর্থমন্ত্রী কথিত, ''যোগ্যতাসম্পন্ন কৃষক'' কারা? কী তাদের যোগ্যতার মাপকাঠি?

'কৃষক' বললেই আমাদের চোখে হাঁটুর উপর ধুতি পরা খালি গায়ে লাঙল ঠেলা হাড় জিরজিরে মানুষের যে ছবিটা ভেসে ওঠে — যশবন্ত সিংয়ের কৃষকরা তা নন। এঁরা কোটিপতি কৃষিপুঁজিপতি। স্বাধীনতার পর পঞ্চাশ বছরে ভারতের গ্রামাঞ্চলে গড়ে উঠেছে এই কুলাক গোষ্ঠী, যারা তাদের স্বার্থের ধারকবাহক রাজনৈতিক দল ও নেতাদের মাধ্যমে, শিল্প-পুঁজিপতিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজস্ব কায়দায় চাপ দিয়ে সরকারের কাছ থেকে অল্প সুদে কৃষি ঋণ, কৃষি আয়কে আয়কর মুক্ত রাখা, খাদ্যশস্য রপ্তানির ব্যবস্থা করা সহ অন্যান্য হাজার রকম সুবিধা আদায় করছে। কেন্দ্রীয় সরকার এদের কাছ থেকে বেশি দামে চালগম কিনে, সস্তায় রেশনে গরিবদের না দিয়ে, আরও সস্তায় বিদেশে পশুখাদ্য হিসাবে বেচছে। বাড়তি কেনা দাম ও সস্তায় রপ্তানির ঘাটতিটা সরকার ভরতুকি হিসাবে দিচ্ছে। অর্থাৎ খাদ্যশস্যে সরকারি ভর্তুকির বড় অংশটা এইভাবে কৃষিপুঁজিপতিরাই পকেটস্থ করছে। তাছাড়া অন্তর্বর্তী বাজেটে বিজেপি যেসব সুযোগসুবিধা দিয়েছে তা থেকেও লাভবান হবে এই গোষ্ঠী।

বাজেটে অর্থমন্ত্রী বলেছেন — মুদ্রাস্ফীতির হার নাকি চার, সাড়ে চার শতাংশে বেঁধে রাখতে তাঁরা সক্ষম হয়েছেন। অর্থাৎ জিনিসপত্রের দাম তেমন বাড়ছে না — এটা তাঁদের কৃতিত্ব এবং অর্থনীতির মজবুতির প্রমাণ। শীতকালে ছ'টাকা আলুর কিলো, ষোল টাকা পেঁয়াজ; পেট্রল-ডিজেল, বিদ্যুৎ কয়লা, সার, বীজ ওষুধপত্র সবকিছুরই চড়া দাম। তৎসত্ত্বেও সরকারি হিসাবে মূল্যবৃদ্ধি কী করে চার, সাড়ে চার শতাংশ থাকে তা সরকারই বলতে পারে! বাজেটে চুপিসাড়ে কেন্দ্রীয় সরকার রান্নার গ্যাস ও কেরোসিনের ভরতুকি অর্ধেক ছেঁটে দিয়েছে, যার ফলে ভোটের পরেই গ্যাস ও কেরোসিনের দু'য়েরই দাম যথেষ্ট বাড়বে। কেরোসিনের দরবৃদ্ধিতে সবচেয়ে অসুবিধায় পড়বে গ্রামীণ গরিব মানুষ।

কংগ্রেসের চালু করা খোলাবাজার নীতি বি জে পি এত দক্ষতার সাথে অনুসরণ করছে যে, অন্তর্বর্তী বাজেটে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি বিনিয়োগের কোন উল্লেখই নেই। বাজপেয়ির দেওয়া বছরে এক কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি নেহাতই পরিহাসে পর্যবসিত। সেই প্রতিশ্রুতির শ্রুতিটুকু ছাড়া কিছু নেই। সরকারি-বেসরকারি — দু'ক্ষেত্রেই ছাঁটাই, ভি আর এস অব্যাহত রয়েছে। কোটি কোটি বেকারে দেশ ছেয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় অন্তর্বর্তী বাজেটে কর্মসংস্থানবৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি ব্যয়বরাদ্দ কিছুই নেই। উল্টে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেচে গত বছর সরকার তুলেছিল ১৩ হাজার কোটি টাকা, এবার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে ১৬ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ আরও বেসরকারিকরণ, আরও ছাঁটাই।

বাজেট বক্তৃতার শুরুতে অর্থমন্ত্রী বুক ঠুকে বলেছেন — বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডারে ১০০ বিলিয়ন ডলার মজুত। সরকারপক্ষ বলছে গত ৫০ বছরে অর্থনীতিতে এমন সুসময় আসেনি। যে কথাটা তাঁরা ঘুণাক্ষরেও বলছেন না, তা হল, সরকারের এক টাকা ব্যয়ের ২৪ পয়সা অর্থাৎ প্রায় সিকি-ভাগ টাকাই যায় ঋণের কিস্তি আর সুদ মেটাতে। বিদেশি ঋণ আর বিদেশি পুঁজির বন্যা, সেই সাথে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির শোষণে দেশের রাজকোষ এবং দেশের জনগণ দুইই দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে। অথচ এই দেউলিয়া রাজকোষ থেকেই বাজেটের কয়েকদিন আগে একচেটিয়াগোষ্ঠীকে ২০ হাজার কোটি টাকা শুল্ক ছাড় দিয়েছে বিজেপি। এবার চা-শিল্পে সাহায্যের নামে কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য দিয়েছে, কারা তা পাচ্ছে ? চা বাগানের বঞ্চিত উপবাসী মৃত্যুপথযাত্রী শ্রমিকরা তা পাচ্ছে না। যে বাগানমালিকরা পরিকল্পিতভাবে বাগান ধ্বংস করে সরকারি ভরতুকি পকেটস্থ করা এবং শ্রমিকদের প্রাপ্য আত্মসাৎ করা রীতিতে পরিণত করেছে, তাদেরই প্রতি কেজি চায়ে আট টাকা করে ভরতুকি দেওয়া হয়েছে অন্তর্বর্তী বাজেটে। অথচ জনস্বার্থে ভরতুকির প্রশ্ন উঠলেই এরা বলবে টাকা নেই।

সেই দেউলিয়া সরকারি তহবিল থেকেই প্রতিরক্ষা উন্নয়নের জন্য বাড়তি ২৫,০০০ কোটি টাকার সংস্থান করছে বিজেপি। তাছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার ধরে নিয়েছে মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ৮ শতাংশ হারে বাড়বে। সমস্ত আয়ব্যয়ের হিসাবটা দাঁড়িয়ে আছে এর উপর। অথচ শিল্পক্ষেত্রে মন্দা চলছে, ফলে আগামী বছর বৃদ্ধির এই হার বজায় থাকবে — এ আশা দুরাশা মাত্র। কাজেই শুল্ক ছাড়ের ২০ হাজার কোটি টাকা, প্রতিরক্ষার বাড়তি খরচ এবং মন্দাজনিত কারণে সরকারি আয় হ্রাসের পুরো বোঝাটা নির্বাচন মিটলেই তারা চাপাবে দেশের গরিব ও মধ্যবিত্ত জনগণের ঘাড়ে। বিজেপি'র অন্তর্বর্তী বাজেটের এই হল অনিবার্য পরিণতি।

কৃষক সংগঠকের জীবনাবসান

কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ী থানার বিশিষ্ট কৃষক সংগঠক কমরেড জলিল প্রামাণিক গত ৩১ জানুয়ারি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। ১ ফেব্রুয়ারি তাঁর মরদেহ হলদিবাড়ী পার্টি অফিসে নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান দলের হলদিবাড়ী লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড রুহল আমিন, দেওয়ানগঞ্জ লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড মজিরুদ্দিন সরকার এবং জেলা কমিটির পক্ষে কমরেড শঙ্কর গাঙ্গুলী। এরপর তাঁর মরদেহ হলদিবাড়ী বাজার প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ব্যবসায়ীরা তাদের সমিতির সহ-সভাপতিকে শ্রদ্ধা জানান। তাঁর নিজের গ্রাম প্রামাণিক-পাড়াতে তাঁর মরদেহ শত শত শোকার্ত মানুষের উপস্থিতিতে সমাহিত করা হয়। তিনি দীর্ঘকাল ধরে দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন।

কমরেড জলিল প্রামাণিক ১৯৬৯ সালে ছাত্রাবস্থাতেই দলের সংস্পর্শে আসেন। বর্গাদারদের হয়ে তিনি পিতার বিরুদ্ধে লড়াই করে খাস জমি উদ্ধার ও বণ্টন করে এলাকায় অনন্য নজির স্থাপন করেন। ১৯৭৩ সালে জোতদাররা তাঁকে আঙ্গুলদেখা এলাকায় হত্যার চেষ্টা করে, তিনি গুরুতর আহত হয়ে প্রাণে বেঁচে যান। পরবর্তীকালে তিনি জনপ্রিয় কৃষক নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। হলদিবাড়ী বাজার কমিটি তাঁকে সহ-সভাপতি নির্বাচিত করে। কৃষক আন্দোলন, ছিটমহল বিনিময় আন্দোলন, তিনবিঘা আন্দোলন সহ দল পরিচালিত বহু আন্দোলনে তিনি সামনের সারির সংগঠক ছিলেন। হলদিবাড়ী পার্টি সংগঠনের গোড়াপত্তনের যুগে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান সংগঠক। তাঁর মৃত্যুতে পার্টি একজন দক্ষ সংগঠককে হারাল।

কমরেড জলিল প্রামাণিক লাল সেলাম

জবলপুরে ডি এস ও'র ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন

মধ্যপ্রদেশের জবলপুরে ১৮ জানুয়ারি ডি এস ও'র ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। মধ্যপ্রদেশের পূর্বতন কংগ্রেস সরকার এবং ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের শিক্ষা সংকোচনের ব্যাপক আক্রমণের বিরুদ্ধে ডি এস ও আন্দোলন গড়ে তোলে। এরই পাশাপাশি দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের ফ্রি কোচিং সেন্টার গত জুলাই মাস থেকে পরিচালনা করছে ডি এস ও কর্মীরা। এই সমস্ত সামাজিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গভীর উৎসাহ সৃষ্টি করে।

বর্ষব্যাপী ৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করার কর্মসূচি নিয়েছে ডি এস ও'র সর্বভারতীয় নেতৃত্ব। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে জবলপুর ইউনিট ১৮ জানুয়ারি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। নাটক, গণসঙ্গীত, নেতাজী সুভাষ বোসের জীবন সম্পর্কে তাৎক্ষণিক প্রশ্নোত্তর পর্ব, বিজ্ঞান প্রদর্শনী ইত্যাদির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে ডি এস ও কর্মীরা। ফ্রি কোচিং সেন্টারের ছাত্ররা পরিচালনা করে 'সরযূ' নাটক। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন তৃষিত ভট্টাচার্য।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা

অনুষ্ঠানের মুখ্যবক্তা এ আই ডি এস ও'র সর্বভারতীয় কমিটির সহ সভাপতি এবং মধ্যপ্রদেশ ডি এস ও ইনচার্জ কমরেড রামাবতার শর্মা শিক্ষা সঙ্কোচনের বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন এস ইউ সি আই মধ্যপ্রদেশ রাজ্য কো-অর্ডিনেটর কমরেড ইউ পি বিশ্বাস।

হাবরায় মদের দোকান বন্ধের দাবিতে ছাত্রযুবকদের বিক্ষোভ

উত্তর ২৪ পরগণার হাবরায় রাজনন্দিনী হোটেলে সম্প্রতি একটি 'বার' চালু করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের লাইসেন্সপ্রাপ্ত এই বারটি খোলায় সারা হাবরাবাসী গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। হাবরায় অত্যন্ত জনবহুল পোস্ট অফিস রোডে এই বারটির অবস্থান। প্রতিদিন শত শত ছাত্রছাত্রী তথা হাজার হাজার মানুষ এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। এই রাস্তাতেই অবস্থিত হাবরার প্রধান পোস্ট অফিস এবং হাবরা স্টেট জেনারেল হাসপাতাল। অবিলম্বে এই বারটি বন্ধ করার দাবিতে এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক ঢালাও মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়ার প্রতিবাদে গত ৭ ফেব্রুয়ারি এ আই ডি এস ও এবং এ আই ডি ওয়াই ও-র নেতৃত্বে প্রায় দুই শতাধিক ছাত্র-যুবক হাবরা শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভ বেশ কিছুক্ষণ চলার পর স্থানীয় পুলিশবাহিনী এই বিক্ষোভসভায় বাধা দেয়। এরপর ছাত্রযুবকরা যশোর রোডে প্রতীকী মদের বোতল পুড়িয়ে দেবার সময় পুলিশ অতর্কিতে সেখানে হামলা চালায়। পুলিশের লাঠিচার্জে বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রী আহত হয়। এই ন্যক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও'র হাবরা লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে প্রতিবাদ সভা করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের উপর পুলিশের লাঠিচালনার প্রতিবাদে ১০ ফেব্রুয়ারি হাবরায় ছাত্রধর্মঘট পালিত হয়।

ইরাকে মার্কিন জোট সেনাদের সন্ত্রাস চলছে

উত্তর ইরাকে আল ঘায়েব জেলখানায় এখন বন্দী সংখ্যা হচ্ছে প্রায় তিরিশ হাজার। স্থান সংকুলান না হওয়ায় এখানে অনেক বন্দীকে জেলখানার খোলা প্রাঙ্গণে ত্রিপল খাটিয়ে রাখা হয়েছে। পূর্বতন প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেনের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ হচ্ছে, তিনি নাকি তাঁর বিরোধীদের বিনাবিচারে জেলে পুরে রাখতেন, অথচ তাঁর শাসনে আলঘায়েব বন্দিশালায় দশ হাজারের বেশি বন্দি ছিলনা, আর এখন তার দ্বিগুণেরও বেশি বন্দী রয়েছে। এসব বন্দীদের বিরুদ্ধে মার্কিন কর্তৃপক্ষের অভিযোগ — এরা নাকি ইরাকি 'গেরিলাদের' সাহায্যকারী। স্বাধীনতার লড়াইয়ে সাহায্য করাও অপরাধ। বাস্তবে এদের মধ্যে কেউ কেউ প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের ছবি নিয়ে মিছিল করার অপরাধে মার্কিন সেনাদের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে। আবার কেউ কেউ খাদ্য কিংবা অন্য পরিষেবার দাবি নিয়ে ইরাকে মার্কিন প্রশাসনিক সদর দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখানোয় এদেরকে ধরে আনা হয়েছে। আল ঘায়েব বন্দীশালায় কিছু স্কুলছাত্রও বন্দী আছে, এদের গড় বয়স ১০ থেকে ১৩ বছর। এসব শিশু কিশোর বন্দীদের অপ্রাপ্তবয়স্কদের বন্দীশালায়ই রাখার নিয়ম। জেনেভা সম্মেলনের জেলবন্দী সংক্রান্ত কনভেনশনে পরিষ্কারভাবে বলা আছে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা অন্যত্র যদি কোনো কিশোর বা শিশুকে ধরা হয় তাহলে তাকে বড়দের সঙ্গে একত্রে না রেখে কিশোরদের বন্দীশালায় রাখতে হবে। এই ন্যায্য দাবি তোলারও অধিকার পরাধীন ইরাকি শিশু কিশোরদের নেই।

বাড়ির পুরুষদের অনুপস্থিতিতে গেরিলাদের খোঁজার নামে বাড়ি বাড়ি তল্লাসি চালাবার সময় বহু গৃহবধূ, কিশোরী, যুবতী মার্কিন জোট সেনাদের হাতে ধর্ষিতা হয়েছেন। গত আগস্ট মাসে বাগদাদের উত্তরে কিরকুক শহরের একটি পল্লীতে বাড়ি বাড়ি তল্লাসি চালাবার সময় মার্কিন সেনাদের হাতে মাকে ধর্ষিতা হতে দেখে তাঁর ১৫ বছর বয়সী মেয়ে প্রতিবাদ জানালে মার্কিন সেনারা কিশোরীটির দুহাত পিছমোড়া করে বেঁধে বিবস্ত্র করে টেনে হিঁচড়ে সেনানিবাসে নিয়ে যায়। পরদিন কিশোরীটিকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। এ ঘটনার প্রতিবাদে কিরকুক শহর উত্তাল হয়ে ওঠে। শহরের নাগরিকরা প্রতিবাদ মিছিল বের করে। মার্কিন সেনাকর্তৃপক্ষের নির্দেশে ইরাকি পুলিশ মিছিলকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালালে ১০ জন ছাত্র সহ ৩৩ জন নিহত এবং শতাধিক মানুষ গুরুতরভাবে আহত হয়।

উল্লেখ্য যে, একটি মানবাধিকার সংগঠনের পক্ষ থেকে ২০ হাজার ধর্ষিতা ইরাকি মহিলার স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদনপত্র রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল কোফি আন্নানের কাছে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে তাঁর হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়েছে।

গত ডিসেম্বর মাসে বাগদাদের উত্তরে সামারা শহরে ইরাকি গেরিলা যোদ্ধাদের সঙ্গে মার্কিন সেনাদের সরাসরি সংঘর্ষের খবর চাউর হয়েছিল। মার্কিন সেনা কমাণ্ডার কর্ণেল ফ্রেডেরিক রুডেইশিম দস্তুরমতো সাংবাদিক বৈঠক ডেকে জানিয়েছিলেন যে, মার্কিন সেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষে ৬৪ জন ইরাকি গেরিলা মারা গেছে। অন্যদিকে, বেশিরভাগ স্থানীয় মানুষ এক বাক্যে এ সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে যে, আসলে নিহতের সংখ্যা হচ্ছে আটজন এবং এরা কেউই ইরাকি গেরিলা নয়, এরা হচ্ছে সাধারণ ইরাকি নাগরিক। গেরিলা যোদ্ধাদের হাতে প্রচণ্ডভাবে মার খাওয়ার পর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য মার্কিন সেনারা ট্যাঙ্ক ও ভারি সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে সাধারণ মানুষের উপর চড়াও হয়। ট্যাঙ্কের গোলায় একটি কিণ্ডারগার্টেন স্কুল গুঁড়িয়ে যায়। ট্যাঙ্ক আক্রমণে ২০১টি বসতবাড়ি গুঁড়িয়ে গেছে, বহু দোকানের ক্ষতি হয়েছে এবং একটি হাসপাতালের আংশিক ক্ষতি হয়েছে। বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে। একটি শিশু সহ আটজন বেসামরিক মানুষ মারা গেছে। আহত শতাধিক।

১২ ডিসেম্বর মধ্য তিকরিতে মার্কিন সেনা কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন ব্রাড বয়েড সাংবাদিকদের জানান যে, দুজন অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারী তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়, তখন প্রত্যুত্তরে তারা গুলি চালালে একজন বন্দুকধারী ঘটনাস্থলে মারা যায়, অপরজন পালায়। অন্যদিকে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, একটা বিয়ে বাড়ির উৎসবে আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে উপস্থিত ব্যক্তিদের কেউ কেউ ইরাকি রীতি অনুযায়ী শূন্যে গুলি ছোঁড়ে। সে সময় বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল মার্কিন সেনাদের একটি টহলদার দল। গুলির শব্দ শুনে তারা বাড়িতে ঢুকে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে, তাদের গুলিতে বর সমেত অপর একজন ঘটনাস্থলে মারা যায়। আহতের সংখ্যা অনেক। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তারা উক্ত বাড়ির মালিককে ধরে নিয়ে যায়। তিনদিন পরে মার্কিন সেনারা উক্ত ভদ্রলোকের মৃতদেহ ফেরত দিতে এসে তার আত্মীয়দের জানায় যে, মাথায় গুলি লেগেছিল এবং তা থেকে রক্তক্ষরণের জন্য পুলিশ হাজতে তিনি মারা গেছেন।

ফালুজা শহরের মিউনিসিপ্যাল ভবনে গেরিলারা আস্তানা গেড়েছে — এরকম একটা উড়ো খবরের ভিত্তিতে কয়েক ডজন মার্কিন সেনা দুটি ট্যাঙ্ক ও ৮টি ব্রাডলি সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে মিউনিসিপ্যাল ভবনের উপর চড়াও হয়। সেদিন ছিল কাজের দিন। তাই অনেকেই মিউনিসিপ্যাল ভবনে উপস্থিত ছিল। ট্যাঙ্ক থেকে ছোঁড়া বোমার আঘাতে মিউনিসিপ্যাল ভবনের খানিকটা অংশ গুঁড়িয়ে গেলে ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে আহত হয়েছে অনেকে, গুলিগোলাতেও হতাহত হয়েছে বহু মানুষ।

বন্দীদের উপর মারধর করার অভিযোগ আনা হয়েছে কয়েকজন ব্রিটিশ সেনার বিরুদ্ধে। আহতদের আত্মীয়স্বজন ঐ সমস্ত সেনাদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ আদালতে মামলা করার কথাও ভাবছেন। উল্লেখ্য যে, ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দক্ষিণ ইরাকের বন্দর শহর বসরাতে গেরিলা সন্দেহে ব্রিটিশ সেনারা বাহা মৌসা ও আরও সাতজন ইরাকিকে গ্রেপ্তার করে সেনা হাজতে রাখে। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য সেখানে তাদের ওপর চলে প্রচণ্ড প্রহার। প্রহারের চোটে সেনা হাজতে বাহা মৌসা এবং অপর একজন বিচারাধীন বন্দী মারা যায়। হাড়গোড় ও নাক ভাঙ্গা অবস্থায় ব্রিটিশ সেনারা বাহা মৌসা-র মৃতদেহ তার আত্মীয়দের কাছে এনে ফেরত দেয় এবং সেই সঙ্গে ৮ হাজার ডলার ক্ষতিপূরণ বাবদ দেবার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু বাহা মৌসা-র অভিভাবক ক্ষতিপূরণ নিতে অস্বীকার করে জানিয়ে দেন যে, তাঁরা এ ঘটনার জন্য ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা দপ্তরের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ আদালতে মামলা করবেন।

ইরাকি বন্দীদের উপর মার্কিন সেনারা কী প্রবল অত্যাচার চালাচ্ছে, তার কিছু নমুনা তিন মার্কিন সেনার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ থেকে কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে। এই তিন সেনার মধ্যে একজন সার্জেন্ট লিসা গিরমেন, ইনি দক্ষিণ ইরাকের ক্যাম্প বাক্কা বন্দীশালার কর্মাধ্যক্ষ। ইনি একজন বন্দীর মুখে সজোরে ঘুঁষি মেরে তাকে মাটিতে ফেলে তার কুঁচকি ও তলপেটে সজোরে লাথি মারতে থাকেন, তাঁর অধস্তনদেরকেও একাজ করার জন্য উৎসাহিত করেন।

অপর একজন অভিযুক্ত হচ্ছে ৩৮ বছর বয়সী স্কট ম্যাকেঞ্জি, সে একজন বন্দীকে তার দুবাহু ধরে টেনে হিঁচড়ে বাইরে বের করে এনে মাটিতে ফেলে দুপা চেপে বন্দীর কুঁচকি ও তলপেট লক্ষ্য করে সজোরে লাথি চালিয়ে যেতে থাকে, তারপর বন্দীর জখম বাহুর উপর দুপা চেপে দাঁড়ায়। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় মাটিতে গড়াতে থাকে বন্দীটি। অপর সেনা ২১ বছর বয়সী টিমোথি ক্যানজার। সেও স্কট ম্যাকেঞ্জির কায়দায় একজন বন্দীকে মাটিতে ফেলে কুঁচকি ও তলপেট লক্ষ্য করে লাথি মারতে থাকে।

বাগদাদে তেলমন্ত্রকের কাছে প্যালেস্টাইন স্ট্রীটে মার্কিন সেনাবাহিনীর দুটি হামভি ট্রাক টহল দিচ্ছিল, সে সময় রাস্তা দিয়ে একটি গাড়ি যাচ্ছিল। হামভি ট্রাক দু'টির একটি রাস্তার ধারে রাখা বোমার আঘাতে উল্টে গেলে অপর হামভি ট্রাকের আরোহী সেনারা এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে। গুলিতে গাড়ির আরোহী দশ বছর বয়সী বালক মুস্তাফা জামাল শাইকলি এবং গাড়ির ড্রাইভার হায়দার নিহত হয়েছে। গাড়িটির অপর দুই আরোহী মুস্তাফার মা ৩০ বছর বয়সী ইস্তাব্রাক এবং ৪০ বছর বয়সী মাসী হায়াম গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন।

গুলির টুকরো এসে মা ইস্তাব্রাকের চোখে লেগেছে, চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ইস্তাব্রাক যদি প্রাণেও বেঁচে যান, চিরদিনের জন্য দৃষ্টি হারাবেন। ইরাকে গেরিলা প্রতিরোধ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে গেরিলাদের মোকাবিলায় অসমর্থ মার্কিন সেনাদের ইরাকি নাগরিকদের উপর অত্যাচার ও গুলি চালানোর ঘটনাও বাড়ছে।

তথ্যসূত্র ঃ
দি হিন্দু ২৮-১১-০৩, ২-১২-০৩
ডেকান হেরাল্ড ১৪-১১-০৩, ১৪-১২-০৩, ৫-১-০৪
দি স্টেটসম্যান ১৭-১২-০৩, ১৪-০১-০৪
দি ইণ্ডিপেডেন্ট (লণ্ডন) ৪-১-০৪
দি গার্ডিয়ান (লণ্ডন) ৬-১-০৪
হিন্দুস্থান টাইমস ৭-১-০৪

প্রতিরোধও অব্যাহত

২৯ জানুয়ারি ঃ ইরাকের শহর কারবালার মধ্যস্থলে আব্বাস মসজিদের কাছে কিছু বিস্ফোরক ভর্তি একটি বস্তা রাখা ছিল। বিস্ফোরকগুলি ফেটে গেলে দু'জন মার্কিন সেনা গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আব্বাস মসজিদের কাছেই ছিল একটি মার্কিন সেনাচৌকি। সম্ভবত এই সেনাচৌকিই বিস্ফোরণের লক্ষ্যবস্তু ছিল। (এ এফ পি, ৩০-১-০৪)

৩০ জানুয়ারি ঃ ইরাকের তৃতীয় বৃহত্তম শহর মোসুলে গভীর রাতে সাদ্দাম হুসেনের সাবেক প্রাসাদের কাছে একটি ইরাকি পুলিশ চৌকি লক্ষ্য করে গেরিলা যোদ্ধারা গুলি চালালে চারজন ইরাকি পুলিশ নিহত এবং অপর সাতজন গুরুতরভাবে আহত হয়। আজকের ইরাকে যারাই দখলদার মার্কিন সেনা ও জোট সেনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে তাদেরই উপর নেমে আসছে গেরিলাদের আক্রমণ। ইতিমধ্যে গেরিলাদের আক্রমণে ৫০০ জনেরও বেশি ইরাকি পুলিশ হতাহত হয়েছে। ইরাকের মার্কিন পেটোয়া প্রশাসনিক পর্ষদের দুজন মন্ত্রীও গেরিলাদের হাতে নিহত হয়েছে। (এ পি ও ডিপিএ, ৩১-১-০৪)

৩১ জানুয়ারি ঃ এদিন মোসুল শহরে গেরিলারা বিভিন্ন অ্যাকশন চালিয়েছে। এদিন কাকভোরে একটি থানার সামনে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে গোটা শহর প্রচণ্ডভাবে কেঁপে ওঠে। বিস্ফোরণে মারা গিয়েছেন ৯ জন। আহত কমপক্ষে ৪৫ জন। হতাহতদের মধ্যে বেশিরভাগই হচ্ছে ইরাকি পুলিশ কর্মী। (সংবাদ প্রতিদিন, ১-২-০৪)

তিকরিত থেকে কিরকুক যাবার পথে একটি মার্কিন সেনা কনভয় পথের মধ্যে গেরিলাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণে তিনজন মার্কিন সেনা মারা গেছে। (এ এফ পি ১-২-০৪)

গেরিলা যোদ্ধারা রকেট চালিত গ্রেনেডের সাহায্যে বাগদাদ শহরের উপকণ্ঠে নেদারল্যাণ্ড দূতাবাসের উপর আক্রমণ চালালে গোটা দূতাবাস ভবনটিতে আগুন ধরে যায়। উল্লেখ্য যে, দখলদার জোটবাহিনীতে নেদারল্যাণ্ডের সেনা সংখ্যা হচ্ছে ১২০০। (হিন্দু ১-২-০৪)

১ ফেব্রুয়ারি ঃ বিগত ছয় মাসের মধ্যে বৃহত্তম আক্রমণের ঘটনাটি ঘটে গেল আজ কুর্দিশ জনজাতি অধ্যুষিত উত্তর ইরাকের ইরবিন শহরে। উপর্যুপরি দুটি আত্মঘাতী বিস্ফোরণে মার্কিন তাঁবেদার দুই কুর্দিশ সংগঠন প্যাট্রিয়টিক ইউনিয়ন অফ কুর্দিস্থান (PUK) এবং কুর্দিস্থান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (KDP)'র সদর দপ্তর ধূলিসাৎ হয়ে যায়। নিহতের সংখ্যা PUK-এর ৬০ জন ও KDP ৮০ জন, মোট ১৪০ জন। নিহতদের মধ্যে দুই সংগঠনের জোট পরিচালিত আঞ্চলিক স্বায়ত্ত প্রশাসনের মন্ত্রী পরিষদের অনেক মন্ত্রীও রয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, এই দুই সংগঠন ইরাক দখলে মার্কিন সেনাদের হয়ে যুদ্ধ করেছে এবং প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেনকে মার্কিন সেনাদের হাতে তুলে দিয়েছে বলে অভিযোগ।

(রয়টার্স, হিন্দু ২-২-০৪)

জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রেই নারী কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে — তাপস দত্ত

তিনের পাতার পর

বুঝতে অসুবিধা হলনা কেন এত নারী এম এস এসের পতাকাতলে সমবেত হয়েছেন। এই সুদীর্ঘ মিছিলকে পথপার্শ্বে কতজনই না অভিনন্দন জানাল। শৈলবালা গার্লস কলেজের ছাত্রীরা কলেজ গেটে দাঁড়িয়ে এই মিছিলের কণ্ঠে কণ্ঠ মেলায়। যোগ দেয় ওড়িশার ঐতিহ্যবাহী রাভেনশ কলেজের ছাত্রীরা। দুটি মিছিলই যখন বালিযাত্রা ময়দানে পৌঁছাল, তখন বেলা তিনটে। মাঠ ভরে গেছে কানায় কানায়। রাস্তায় দাঁড়িয়ে অসংখ্য মানুষ। সংগঠনের সভানেত্রী কমরেড প্রতিভা মুখার্জী সভার কাজ শুরু করেন। দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা নিহত শহীদদের স্মরণে এবং এম এস এসের প্রতিষ্ঠা পর্বের অন্যতম প্রধান সংগঠক কমরেড গায়ত্রী দাশগুপ্তা স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এই প্রকাশ্য সভা, মদের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়ার প্রতিবাদে, মহিলাদের গ্রেপ্তারে পুরুষ পুলিশ নিয়োগ করার সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশিকার প্রতিবাদে এবং আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউ টি ইউ সি (লেনিন সরণী) সহ ৭টি ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা সাধারণ ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে।

এরপর উদ্বোধনী ভাষণ দেন ডঃ শচী রাউত রায়। অসুস্থ এই মানুষটি জীবনসায়াহ্নে এসে উপস্থিত। বয়সের ভার অগ্রাহ্য করে তিনি সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছেন। তিনি নারীর সমস্যা সমাধানে এককভাবে ও যৌথভাবে লড়াইয়ের আহ্বান জানান। প্রধান বক্তা এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড তাপস দত্ত বলেন, 'নারী ও পুরুষ উভয়ে মিলে এই সংগ্রাম করতে হবে। যদি আদর্শ ঠিক থাকে নিশ্চিত জয় হবে।' তিনি বলেন, 'যে অলঙ্কার নারীরা পরছে তা দাসত্বের চিহ্ন, অথচ তারা মনে করে এটা গর্বের।' পার্লামেন্টে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটা গ্রহণ করা উচিত নয়, এতে নারীকে ছোট করে দেখা হয়। সংরক্ষণ দিয়ে কাউকে বড় করা যায় না। লড়াই করে নিজের শক্তিতে বড় হওয়ার চেষ্টা এতে মার খায়।' প্রতিনিধি অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যা এবং সমাজ পত্রিকার সম্পাদিকা মনোরমা মহাপাত্র বলিষ্ঠ ও আবেগদৃপ্ত ভাষণে এই সম্মেলন সম্পর্কে গভীর প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। তিনি নারীর মর্যাদার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, 'কেমন নারী হবো? যে নারী নিজেকে সুন্দর নারী বানাবে না, বানাবে মানবতার প্রতীক।' তিনি বলেন, 'সঠিক পথে লড়তে হবে, পুরনো সংস্কৃতি ফেলে দিতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'যদি যথার্থ মর্যাদা চাই — তাহলে কনজিউমারিজম দ্বারা প্রভাবিত হওয়া চলবেনা।'

অসমের প্রখ্যাত সাহিত্যিক, আমন্ত্রিত বক্তা নিরুপমা বরগোঁহাঞি পূর্বভারতে নারীজীবনের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেন। উগ্রপন্থী কার্যকলাপ কীভাবে নারীজীবনে অত্যাচার নামিয়ে আনছে সেকথা বলেন তিনি। তিনি বলেন, পর্যটন শিল্পে অসম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু স্বাধীন ভারতে কি কেন্দ্র কি রাজ্য, কোন সরকারই অসমের উন্নয়নে নজর দেয়নি। ভয়াবহ বেকার সমস্যা। এই প্রেক্ষাপটে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ জন্ম নিচ্ছে। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর অত্যাচারের শিকার হচ্ছে নারীসমাজ। অধ্যক্ষা প্রীতি বরুয়া এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য রাজনৈতিক বিপ্লবের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য আসতে না পেরে প্রতিনিধিদের উদ্দেশে লিখিত বার্তা পাঠান এস ইউ সি আই দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী।

দু'দিন ধরে প্রতিনিধিরা সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও ২৫ দফা দাবি সম্বলিত মূল প্রস্তাবের উপর আলোচনা করেন। সংযোজন-সংশোধন সহ প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সম্মেলন থেকে কমরেড ছায়া মুখার্জীকে সভানেত্রী এবং কমরেড এইচ জি জয়লক্ষ্মীকে সাধারণ সম্পাদিকা করে সর্বভারতীয় কমিটি এবং কাউন্সিল গঠিত হয়।

এরপর প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি অধিবেশনের প্রধান বক্তা এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় নারী আন্দোলনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। কোন্ সামাজিক বাস্তবতায় নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং কোন্ বাস্তব প্রেক্ষাপটে নারীরা এই আধিপত্য থেকে মুক্তি পাবে, কমরেড চক্রবর্তী তা ব্যাখ্যা করেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি দেখান — নারীমুক্তির প্রশ্নটি আজ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার আলোকে কমরেড চক্রবর্তী এই বিশ্লেষণ করেন। তাঁর ভাষণের পর আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের কাজ শেষ হয়।

এই সম্মেলন সফল করতে কত মানুষের কত অবদান — সেটা লেখা থাকবে আন্দোলনের ইতিহাসে। সম্মেলনে যোগদানকারী তিন হাজারেরও বেশি প্রতিনিধির তিনদিন থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা অত সহজ ছিল না। সংগঠনের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি চাঁদা তুলে এই সম্মেলনের তহবিল গড়েছেন। রান্নার কাজে নিয়োজিত ৭০/৮০ জন স্বেচ্ছাসেবক দিবারাত্র পরিশ্রম করে প্রতিনিধিদের খাবার জুগিয়েছেন, সময়মত অধিবেশন চলতে সাহায্য করেছেন।

তিনদিন একত্রে থাকা, খাওয়া, যৌথ জীবন যাপনের নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলা, পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে শেখা — এসবের মধ্য দিয়ে ভাষার পার্থক্য অতিক্রম করে কমরেডদের মধ্যে গড়ে ওঠে গভীর আন্তরিকতাবোধ। তাই শেষদিন শেষবেলা, ফিরে যাওয়ার মুহূর্তে, সম্মেলনস্থলে সকলের চোখে মুখে প্রিয়জনকে ছেড়ে যাওয়ার গভীর বেদনা। কিন্তু যেতেই হবে। প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন। সেখানে পৌঁছুতে হবে। কারণ সংগ্রাম অপেক্ষা করতে পারে না।

প্রতিনিধিরা সব চলে যাচ্ছে। আমিও তাদের সঙ্গে হাঁটছি। কেমন লাগলো এই সম্মেলন? প্রশ্ন করলাম অসমীয়া নারী দীপালি চুটিয়াকে। তার সঙ্গে ছিলেন কনমাই সইকিয়া, জুরি নেওগ, গেনোদা পেগো। দীপালি ভালমন্দ কোন উত্তর না দিয়ে সহজ সরল হাসির দীপ্তিতে বুঝিয়ে দিলেন — নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ তাঁরা। অসমের জনগণের অবস্থা কেমন? 'ধনী ধনী হইছে, দুখিয়া দুখিয়া হইছে' উত্তর দিলেন দীপালি। এম এস এসের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে দীপালিরা খুঁজে পেয়েছেন দুখিয়াদের মুক্তির পথ।

প্রকাশ্য সমাবেশে
কমরেড তাপস দত্তের ভাষণ

সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে উঠেছে নারীর আত্মমর্যাদাবোধ, উচ্চ হৃদয়বৃত্তি ও উন্নত রুচিসংস্কৃতির আধারকে ভিত্তি করে। সংগঠনের এই ভিত্তি গড়ে উঠেছে এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী চিন্তানায়ক নারীমুক্তি আন্দোলনের পথপ্রদর্শক শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে পাথেয় করে। তাঁর চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নারীসমাজ পুরুষের সঙ্গে মিলিতভাবে সমাজবিপ্লবের পথকে সুগম করবে, কারণ যে সমাজব্যবস্থার জন্য নারী আজ পরাধীন সে সমাজব্যবস্থাকে না পাল্টালে তার মুক্তি নেই।

তিনি বলেন, সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হওয়ার পর নারীদের ঘরে বন্দী করার নানা ফন্দিফিকির করেছে পুরুষরা, জোর করে নারীদের ঘরে রাখতে হাতে পায়ে বেড়ি পরিয়েছে। আজ অলঙ্কার হিসাবে নারী যেগুলি পরে, তারা জানেনা সবই কিন্তু দাসত্বের শৃঙ্খল, সৌন্দর্যের প্রতীক নয়।

তিনি বলেন, সতীদাহের মত বর্বরতাকে নারীর পূণ্যলাভ বলে এদেশে প্রচার করা হত। নারীর আর্ত চিৎকার চাপা দেওয়ার জন্য ঢাকঢোল বাজানো হত। রামমোহন রায় তৎকালীন সমাজপতিদের প্রবল বাধা উপেক্ষা করে সংগ্রাম চালিয়ে যদি এই প্রথা নিষিদ্ধ না করতে পারতেন, তাহলে কি আমরা দুনিয়ার কাছে মুখ দেখাতে পারতাম?

এরপর এল ঘরে ঘরে বিধবা মেয়েদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার। সবই ধর্মের নামে চলল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুরুষ আবার বিবাহ করতে পারে, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী কখনও বিয়ে করতে পারবে না — এই ছিল পুরুষশাসিত সমাজের বিধান। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন ভারতীয় রেনেশাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বিদ্যাসাগর। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়ন করা। বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধেও তিনি সংগ্রাম করে গিয়েছেন।

কমরেড তাপস দত্ত বলেন, শাস্ত্রকার মনু বলেছেন 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা', অর্থাৎ সমাজে কেবল পুত্রেরই দরকার, মেয়েদের দরকার নেই। আর এক শাস্ত্রজ্ঞ শঙ্করাচার্য, যার নামের আগে ভগবান বসানো হয়, তিনি বলেছেন, 'নারী নরকের দ্বার।' অথচ সেই নারীর গর্ভেই তাঁরা জন্মেছেন, তারপর বড় হয়েছেন, জ্ঞান অর্জন করেছেন। এখন আবার আওয়াজ তোলা হয়েছে, বেদপাঠে নাকি নারীর অধিকার নেই। অথচ, অক্ষয় দত্ত প্রাচীন ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায় গ্রন্থে লিখেছেন, প্রাচীনকালে নারীরা বেদ পর্যন্ত লিখেছেন। আমরা জানি সে যুগের গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা প্রমুখ শাস্ত্ররচয়িতা নারীরা বিরাট জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, পুরুষের চাইতে কোনও অংশে কম ছিলেন না।

এই পুরুষপ্রধান সমাজে নারীদের যতই দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করা হোক না কেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই নারী তার কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছে। বিজ্ঞানী মাদাম কুরীর রেডিয়াম আবিষ্কারের কথা কে না জানে। ফরাসী বিপ্লবে, রাশিয়া-চীনের বিপ্লবে, আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীর ভূমিকা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। নেতাজী সুভাষচন্দ্র নারীদের নিয়ে যে সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন, তার নাম দিয়েছিলেন 'ঝাঁসি রাণী বাহিনী।' এই বাহিনী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

তিনি বলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় সংস্কৃতির যে উচ্চমান এদেশে অর্জিত হয়েছিল, সেখান থেকে আমরা আজ অনেক নিচে নেমে গিয়েছি। সাংস্কৃতিক অবক্ষয় আজ চরম আকার নিয়েছে, বিশ্বায়নের ফলে শুধু অর্থনৈতিক শোষণ বাড়ছে, তাই নয়, সংস্কৃতির উপরও নগ্ন আক্রমণ চলেছে। পর্যটকদের লালসা মেটানোর জন্য ছোট ছোট মেয়েদের ব্যবহার করা হচ্ছে। শুনলে আশ্চর্য হতে হয়, আজ আমাদের দেশে বালিকা পতিতার সংখ্যা সবচাইতে বেশি।

কমিউনিস্ট নেত্রী ক্লারা জেটকিনের সাথে যৌন নৈতিকতা প্রসঙ্গে আলোচনায় লেনিন বলেছিলেন, ''যৌনতৃষ্ণা মেটানোর ক্ষেত্রে এক গ্লাস জলের থিওরি সম্পূর্ণ বর্জনীয়, উপরন্তু তা সমাজবিরোধী। যৌন জীবনের মূল বিষয়টি শুধু দেখলেই চলবেনা, এর সৃষ্টিসূচক বৈশিষ্ট্যগুলি উচ্চ কি নিম্নস্তরের, তা বিবেচনা করে দেখতে হবে। ....তৃষ্ণা থাকবেই। কিন্তু কোন স্বাভাবিক মানুষ স্বাভাবিক অবস্থায় কি নর্দমায় শুয়ে পড়ে নালার নোংরা কাদাজল পান করে? ...একজন কমিউনিস্ট হিসাবে 'এক গ্লাস জলের থিওরি'র প্রতি আমার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই। ...যৌনজীবনের লাম্পট্য হল বুর্জোয়া বৈশিষ্ট্য, ক্ষয়ের লক্ষণ।'' আমি লেনিনের এই কথাগুলি স্মরণে রেখে বলছি, মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কাজ হল গোটা দেশ জুড়ে এক ব্যাপক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলে, সমস্ত রকম অপসংস্কৃতির হাত থেকে নারীজাতিকে রক্ষা করা। এর জন্য কঠোর সংগ্রামের প্রয়োজন।

এই সংগঠনকে শোষিত জনগণের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। যে সমস্ত মহিলা শ্রমিক, যারা

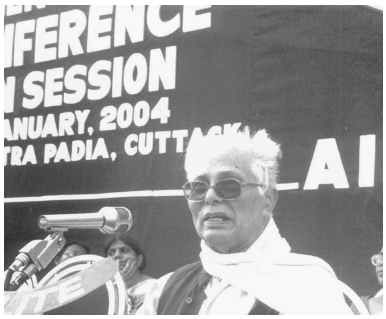

কমরেড তাপস দত্ত

নিজেরা উপার্জন করে বলে স্বামীর ওপর নির্ভরশীল নয়, তাদের সংসারের বাধা অনেক কম। এই মহিলা শ্রমিকদের সংগঠনের মধ্যে যুক্ত করতে পারলে আন্দোলন আরও শক্তিশালী হবে। চাষী ঘরের মেয়েরা যারা ক্ষেতেখামারে কাজ করে, দিনমজুরি করে, তাদেরও আন্দোলনের মধ্যে টেনে আনলে এক বিরাট নারীবাহিনী তৈরি হবে। আমার অভিজ্ঞতা আদিবাসী মহিলারা খুবই স্বাধীনচেতা, বহু ক্ষেত্রে অত্যাচারী পুলিশবাহিনীকে তারা প্রতিরোধ করেছে এমন ঘটনাও আছে। এসব কথা মনে রেখে যত্ন ও ধৈর্যের সঙ্গে এদের সংগঠিত ও শিক্ষিত করে তুলতে পারলে নারী আন্দোলনের একটা শক্তিশালী বাহিনী হিসাবে এরা গড়ে উঠবে।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ এদের ওপর বিশেষ জোর দিতে বলতেন। তিনি বলতেন, ওরা আমাদের বিপ্লবের একটা প্রধান শক্তি হতে পারে যদি ওদের উপযুক্ত শিক্ষা ও বিপ্লবী রাজনীতি দেওয়া যায়। সেই কথা মনে রেখে আমি মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মী, সংগঠক, নেতাদের কাছে আহ্বান জানাই, আপনারা দেশের সর্বস্তরের মহিলাদের আপনাদের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করে এক বিশাল বিপ্লবী নারীবাহিনী গড়ে তুলে এগিয়ে চলুন। জয় আপনাদের হবেই।

কমরেড নীহার মুখার্জীর বার্তা

তিনের পাতার পর

বরং বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তি-পুরুষরা দায়ী, তাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। অতএব, পুঁজির শাসন থেকে মুক্তির সংগ্রাম এবং এই শাসন থেকে মুক্তির সংগ্রাম — দু'টিকে একীভূত করতে হবে।

আজ এই সংগ্রাম একান্ত জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ, সঙ্কটজর্জরিত বিশ্ব পুঁজিবাদ, যা সকল প্রকার গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চায়, আজ নারীর ও নারীর মর্যাদার উপর নিকৃষ্টতম কুরুচিকর আক্রমণ সহ বিশ্বব্যাপী এক ভয়ঙ্কর সাংস্কৃতিক আক্রমণ নামিয়ে আনছে। বিশ্বজোড়া এই সাম্রাজ্যবাদী সাংস্কৃতিক আক্রমণ, নারীরা বিশেষভাবে যার শিকার হচ্ছে, তা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সর্বব্যাপক সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও অনিরসনীয় অর্থনৈতিক সঙ্কটেরই পরিণতি। পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে লুঠ করে সঙ্কট সামাল দেওয়ার আশা ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্বায়নের সর্বরোগহর দাওয়াই যে ভাঁওতা তা প্রমাণিত হয়েছে। এ অবস্থায় অর্থনীতির সামরিকীকরণের মধ্য দিয়ে 'কৃত্রিম তেজিভাব' সৃষ্টি করাই সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিপতিদের সামনে আজ বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। তাদের শেষ রাস্তা হচ্ছে ফ্যাসিবাদ। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, অধ্যাত্মবাদ, তমসাচ্ছন্ন চিন্তাভাবনা ও গোঁড়ামির সাথে বিজ্ঞানের কারিগরি দিকের সংমিশ্রণই ফ্যাসিবাদের সাংস্কৃতিক ভিত্তির জন্ম দেয়। তিনি আরও বলেছেন, ফ্যাসিবাদ একবার দেশের মাটিতে গেড়ে বসতে পারলে, মানুষ বলতে দেশে আর কেউ থাকবে না। কারণ ফ্যাসিবাদ মানুষ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াকেই নষ্ট করে দেয়। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ এপথেই হাঁটছে। আমেরিকার নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো কীরকম বেপরোয়াভাবে যুদ্ধ-অর্থনীতি ও যুদ্ধের দিকে ঝুঁকছে, তা ইরাকে বিনা প্ররোচনায় আমেরিকার নগ্ন আগ্রাসন থেকেই স্পষ্ট। আমাদের দেশের বিজেপি সরকার ঘোর সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার সঙ্গে চতুর দরকষাকষি করে যাচ্ছে, ভারতের বাজার বিদেশি মাল্টিন্যাশনালদের জন্য খুলে দিচ্ছে, অন্যদিকে একই সাথে রামমন্দির ইস্যু খুঁচিয়ে তুলছে এবং রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার আওয়াজ তুলছে। ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণে ও দুর্বৃত্তায়নে ইতিমধ্যেই পূর্বের সকল নজির ছাড়িয়ে গিয়ে, সকল ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধকে পদদলিত করে এরা দেশকে এক ভয়ঙ্কর পরিণামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যাবতীয় সাম্প্রদায়িক, জাতপাত ও তমসাচ্ছন্ন ভাবনাধারণা খুঁচিয়ে তুলে দেশে পরিপূর্ণ ফ্যাসিবাদ কায়েম করার মরিয়া চেষ্টায় এরা এতদূর গিয়েছে যে একথা প্রচার করতেও দ্বিধা করছে না যে, পশু, নিচু জাতের মানুষ ও মহিলাদের চাবুকের নিচে রাখা উচিত। এ যদি হিটলারের কণ্ঠস্বর না হয় তবে এ কার? তাহলে বিজেপি'র বিধানে ভারতের নারীসমাজের স্থান কোথায়?

কিন্তু নারীদের চিরকালই এমন অবহেলা, অবমাননার চোখে দেখা হত না। আদিম সাম্যবাদী সমাজে মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করত, শিশুরা পরিচিত হত মাতৃপরিচয়ে এবং সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। পরবর্তীকালে পুরুষেরা কীভাবে মেয়েদের পরাভূত করল, সেই হৃদয়বিদারক ইতিহাস আপনাদের খুঁটিয়ে পড়া দরকার। এইভাবে যে শোষণ, অত্যাচার ও অবমাননা মেয়েদের উপর শুরু হয়েছিল, এবং যা পুঁজিবাদ সহ এ যাবৎ সকল শ্রেণীবিভক্ত সমাজেই বলবৎ রয়েছে, তা কেবলমাত্র তখনই দূর হবে যখন খোদ শ্রেণীবিভক্তিরই অবসান ঘটবে। পুঁজিবাদই যেহেতু শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার শেষ ধাপ, তাই পুঁজিবাদী জোয়াল থেকে এবং তারই অঙ্গ হিসাবে পিতৃতান্ত্রিক দমন-পীড়ন থেকে নারীমুক্তির শেষ লড়াইও এই সমাজেই লড়তে হবে। এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ শানিত হবে, তা সত্ত্বেও এই লড়াই চলবে। ইতিহাসে লেখা আছে জার্মানির নারীদের প্রতি জার্মান ফ্যাসিস্টদের সেই ফতোয়ার কথা ঃ আবার রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকো, আর ভাল করে বাচ্চার জন্ম দাও! কিন্তু ইতিহাস ফ্যাসিস্টদের কথামতো চলেনি।

সর্বশেষে, আমি এই সম্মেলনের প্রতিনিধিদের কাছে আবেদন জানাব যাতে দেশের বিশাল নারীসমাজকে শেষপর্যন্ত জাগ্রত করে তোলার এবং তার মাধ্যমে সমস্ত শোষিত জনসাধারণের জাগৃতি ও তার ধারায় পুঁজিবাদকে উৎখাত করে বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয়কে সুনিশ্চিত করার ঐতিহাসিক দায়িত্বকে তাঁরা সাহস, দৃঢ় পণ এবং একনিষ্ঠতার সঙ্গে পালন করেন। ভবিষ্যৎ আপনাদেরই!

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের দাবিকে ভুয়ো বললেন চন্দ্রবাবু নাইডু

বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ে রাজ্যের উন্নয়নের ফানুস ওড়ানোয় অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু অনেকটাই এগিয়ে। 'হাইটেক মুখ্যমন্ত্রী' নামেই তিনি দেশে পরিচিত হয়েছেন যদিও তাঁর এই হাইটেক রাজ্যের ঋণগ্রস্ত চাষীদের আত্মহত্যা ঠেকাতে পারেনি।

এহেন চন্দ্রবাবুর রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দ্রাবাদে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নব্য হাইটেক মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলে এসেছেন যে, তাঁর সরকারও বিশ্বব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ঋণদানকারী সংস্থা থেকে ঋণ নেয় বটে, তবে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কোনও শর্ত থাকে না। সি পি এম সরকারের যাদুদণ্ডে বিশ্বব্যাঙ্ক এমনই মুহ্যমান যে, অন্য সর্বত্র শর্ত দিলেও কেবল এ রাজ্যের ক্ষেত্রেই তারা কোনও শর্ত দেয়না। যেকোন ওয়াকিবহাল মানুষই জানেন, এটা ডাহা মিথ্যা কথা।

অন্ধ্রপ্রদেশে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর এমন 'দাবি' চন্দ্রবাবু মেনে নেবেন কেন ! অতএব তিনি সাংবাদিকদের সামনে বুদ্ধবাবুর ফানুস ফাটাতে বলেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দাবির সমর্থনে কিছু দলিল দেখাতে পারেন তো খুবই ভাল হয়। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে সকল রাজ্য সরকারের দলিল ও খাতাপত্র একইরকম। এক এক রাজ্যের জন্য এক এক রকম নিয়ম বিশ্বব্যাঙ্কের নেই।" নাইডু বলেন, "সি পি এম জনগণকে বোকা বানাচ্ছে। তারা নিজেদের ঠকাচ্ছে, জনগণকে ঠকাচ্ছে। রাজ্যগুলির সাথে বিশ্বব্যাঙ্কের যেসব চুক্তি হয়, কেন্দ্রের বিদেশ দপ্তর ও অর্থদপ্তর, তার সবই জানে।" (তথ্য ঃ দি স্টেটসম্যান ৬-২-০৪)

উল্লেখ্য, কিছুকাল আগে মুখ্যমন্ত্রীর পারিষদ অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত বলেছিলেন, তাদের সরকারের বেলায় বিশ্বব্যাঙ্ক কেবল কোন শর্ত আরোপ করে না, তাই নয়, উল্টো তার সরকারই নাকি বিশ্বব্যাঙ্ককে শর্ত দেয়। এ কথাটা হায়দ্রাবাদে মুখ্যমন্ত্রীকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য ভাগ্যিস কেউ ছিলেন না, থাকলে না জানি আরও কত মধুর বাক্য চন্দ্রবাবুর কাছে থেকে শুনতে হত !

ভোটের জন্য

কর্ণাটকের মান্দ্রিয়া জেলার কংগ্রেস সভাপতি এল আর শিবরামেগাওড়া নির্বাচনে ভোট টানার জন্য তাঁর নির্বাচন কেন্দ্রে জনমনোরঞ্জন করার কর্মসূচি নিয়েছেন। সেজন্য আনা হয়েছিল স্বল্পবাস পরিহিতা মেয়েদের, এবং তাদের দিয়ে নাচের অনুষ্ঠান করা হয়েছে। খবরটি ছড়িয়ে পড়ে এবং রাজ্যজুড়ে এর বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার ওঠে। ভোটের আগে মুখরক্ষা করার জন্য শেষপর্যন্ত কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি ঐ জেলা সভাপতিকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু যে কংগ্রেস দলের একজন জেলা সভাপতি ভোটের জন্য এমন নাচের ব্যবস্থা করতে পারে, সেই দলটির 'সংস্কৃতি' কী জাতের তা সহজেই বোঝা যায়। (দি স্টেটসম্যান ৫-২-০৪)

পঞ্চায়েত করের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

দুয়ের পাতার পর

তোলা হবে।

কোচবিহার

নতুন প্রস্তাবিত পঞ্চায়েতী কর প্রত্যাহারের দাবিতে কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি ব্লকে কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠনের হলদিবাড়ি ব্লক কমিটির নেতৃত্বে ব্লকের অধিকাংশ স্থানে অসংখ্য ঘরোয়া সভা, পথসভা করে সাধারণ গরিব চাষী ও নানা পেশায় নিযুক্ত গ্রামীণ শ্রমিকদের সংগঠিত করা হয়। ব্লকের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের কার্যালয়ে বিক্ষোভ এবং ডেপুটেশন দিয়ে এই করের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট এলাকার গরিব মানুষেরা আন্দোলনে সামিল হন। অতঃপর গত ২৯ জানুয়ারি হলদিবাড়ি বি ডি ও অফিসে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ডেপুটেশন দিয়ে এই কর সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে বর্তমানে প্রতিটি মৌজায় গণকমিটি গঠন এবং হাটে-বাজারে বিক্ষোভের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গে দারুণ শৈত্যপ্রবাহ উপেক্ষা করে সাধারণ গরিব ও মধ্যবিত্ত মানুষ কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠনের আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন। কর প্রত্যাহারের আন্দোলন তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দিতে ব্যাপক সদস্য সংগ্রহ অভিযান এবং সই সংগ্রহ অব্যাহত রয়েছে। বি ডি ও অফিসে ডেপুটেশনের দিনে একটি সুসজ্জিত মিছিল হলদিবাড়ি শহর পরিক্রমা করে। হলদিবাড়ি বাসস্ট্যাণ্ডে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

দাবি সমূহ ঃ (১) গরু, ছাগল, মুরগি, সাইকেল, রিক্সা ভ্যান প্রভৃতির উপর কর ধার্য করা চলবে না, (২) জমির খাজনা বৃদ্ধি করা চলবে না, (৩) ঢালাও মদের লাইসেন্স দেওয়া চলবে না, (৪) সমস্ত গরিবকে বি পি এল কার্ড ও রেশন কার্ড দিতে হবে, (৫) ক্ষেতমজুরদের সারা বছর কাজ দিতে হবে, (৬) কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম দিতে হবে, (৭) সস্তায় বিদ্যুৎ ও সেচ দিতে হবে, (৮) সারে ভরতুকি দিতে হবে, (৯) চা-বাগানগুলিতে নিয়মিত রেশন-বেতন দিতে হবে, (১০) স্কুল কলেজে ভর্তির সময় ডোনেশন নেওয়া চলবে না, (১১) ইন্দিরা আবাসের ঘর বণ্টনে স্বজনপোষণ চলবে না।

স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন

২৫ জানুয়ারি বহরমপুর গ্রাণ্ট হলে স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির তৃতীয় মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। স্বনিযুক্তি প্রকল্পের ভাঁওতা নয় সকল বেকার যুবকের কাজ, স্বনিযুক্তি প্রকল্পে ঋণগ্রহীতাদের পুলিশ ও প্রশাসনিক হয়রানি বন্ধ, সমস্ত রকম মামলা প্রত্যাহার ও প্রকৃত স্বনির্ভরতা অথবা বিকল্প কর্মসংস্থান ইত্যাদি দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনের ধারা-বাহিকতায় এই জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তিন শতাধিক যুবক-যুবতী এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দীপক ব্যানার্জী বলেন, সরকার জেনে বুঝেই বেকার যুবকদের প্রতারিত করছে এবং কোন দায়িত্ব না নিয়েই আজ বেকার যুবকদের পুলিশ দিয়ে হয়রান করাচ্ছে। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক শ্রীনন্দদুলাল দাস রাজ্য জুড়ে স্বনিযুক্তির ভাঁওতার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলছে তাকে শক্তিশালী করতে ৪-৫ ফেব্রুয়ারি মেদিনীপুর শহরে রাজ্য সম্মেলন সফল করার আহ্বান জানান। সম্মেলনে ডাঃ গোলাম জিকরিয়াকে সভাপতি ও এমদাদুল হককে সম্পাদক করে ৩০ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06 R. No 5268 / 60

বুশ-ব্লেয়ারের জালিয়াতি

একের পাতার পর

রক্ষার, ইরাকি জনগণকে মুক্ত করার, ইরাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যেসব বুলি জর্জ বুশ ও তার সাগরেদরা দিয়েছিল, তা সবই ডাহা মিথ্যা। আসলে ইরাককে আক্রমণ করা হয়েছে সে দেশকে লুট করে মার্কিন পুঁজিপতিদের, মালটিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর উদর ভরাবার জন্য। মার্কিন বাজেট থেকে শত শত কোটি ডলার যাচ্ছে ওদের পেটেই। বেকার যুবকরা পেটের জ্বালায় সৈন্যবাহিনীতে নাম লেখায়, তাদের ইরাকে পাঠানো হয়েছে, ও দেশের মানুষকে 'সাদ্দাম সরকারের স্বৈরাচারী শাসন থেকে মুক্ত করার' 'মহৎ দায়িত্ব' দিয়ে, কিন্তু বাস্তবে তারা দেখছে অবস্থা ঠিক বিপরীত। ইরাকি জনগণ মুক্তি চাইছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী দখল থেকে। সেজন্য ইরাকি যুবকরা দলে দলে গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিচ্ছে, লড়াইয়ে নিজেদের প্রাণ দিতেও দ্বিধা করছে না। অর্থাৎ এ লড়াই স্বাধীনতার জন্য। ফলে, মার্কিন সেনাদের কাছেও বুশ সরকারের ধাপ্পা ধরা পড়ে গেছে, সেকথা সেনারা লিখে পাঠাচ্ছে আমেরিকায় নিজেদের পরিবারে। সেই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ছে। সেনা পরিবারের মানুষরা যুদ্ধবিরোধী মিছিলে যোগ দিয়ে আওয়াজ তুলছে 'সেনাদের ঘরে ফিরিয়ে আন।' মার্কিন গণতন্ত্রের মুখোশ খসে পড়ছে, জনমত সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হচ্ছে।

এরপরও যদি কোনওভাবে ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্রের ছিঁটেফোঁটা নমুনাও বুশ সরকার দেখাতে পারত, তবে এই জনমতকেও তারা প্রচারের জোরে বিভ্রান্ত করতে হয়তো সক্ষম হত। কিন্তু গত ১০ মাস ধরে টানা অনুসন্ধান চালিয়েও, না বুশ, না ব্লেয়ার — কেউই ইরাকের বুকে মারাত্মক অস্ত্রের কোন মজুত ভাণ্ডার খুঁজে পায়নি। এমনকি সম্প্রতি আমেরিকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ডেভিড কে'র নেতৃত্বে ইরাক সার্ভে গ্রুপ ইরাকে অনুসন্ধান চালিয়ে বলেছে, কোনদিনই ইরাকের হাতে গণবিধ্বংসী অস্ত্র ছিল না।

মার্কিন শাসকদের হাজারো মিথ্যাচার, জালিয়াতি ও লুঠ-অত্যাচারের দৃষ্টান্ত যেভাবে ঘটনার বহু পরে প্রকাশ পায়, এক্ষেত্রেও যদি তেমন হত, তবে মার্কিন শাসকদের পক্ষে উদ্বেগের কিছু ছিল না। কিন্তু তাজা ঘটনার তাজা তথ্য তাদের বিপদে ফেলে দিয়েছে, বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বছরে। অতএব এখন চাই বলির পাঁঠা। এটা জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ারের নিজের গদি রক্ষার জন্য যেমন দরকার, তেমনই গদিতে এদের বসায় যারা, 'গণতন্ত্র', 'মানবাধিকার' 'স্বাধীনতা' 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই' ইত্যাদি বুলির আড়ালে যাদের স্বার্থেরই এরা সেবা করে, সেই মার্কিন-ব্রিটিশ পুঁজিরও বলির পাঁঠা দরকার। পুঁজির মালিকরা যদি দেখে ছলনা-মিথ্যা-জালিয়াতির দ্বারা দেশের ও বিশ্বের মানুষকে বোকা বানাতে বুশ-ব্লেয়াররা ব্যর্থ, তবে পুঁজির শাসনকে আড়াল করতে ঐ মালিকরাই বলির পাঁঠা করবে খোদ জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ারকে। তখন দেখানো হবে, ইরাক আক্রমণের যাবতীয় পরিকল্পনা যেন নিছক বুশ-ব্লেয়ারের নিজস্ব, রাষ্ট্রের এখানে কোন ভূমিকা ছিল না। অতএব, মিথ্যা ও দলিল জালিয়াতির দায় যখন বুশ-ব্লেয়ারের, নির্বাচনে এদের সরকারকে হটিয়ে দাও, বিরোধী দলকে সরকারে বসাও। সম্ভবত এরই আয়োজন চলছে এখন মার্কিনী গণতন্ত্রে। সেজন্য হাওয়া তোলা হবে ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থীর পক্ষে, জনগণকে ভুলিয়ে দেওয়া হবে যে এই ডেমোক্র্যাটরাও মার্কিন পার্লামেন্টে বুশের দল রিপাবলিকানদের সাথে একযোগে ইরাক আক্রমণের পক্ষে ভোট দিয়েছিল। ঠিক যেমন ব্রিটেনে শাসক লেবার পার্টির সাথে হাত মিলিয়ে ইরাক আক্রমণ সমর্থন করেছিল বিরোধী দল কনজারভেটিভ পার্টি।

জর্জ বুশ তদন্ত কমিশনের সদস্যদের নাম ও তদন্তের বিষয় কী হবে, তা ঘোষণা করেছেন। তদন্তের বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে, গত ৫-৭ বছর ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কীভাবে গণমারণাস্ত্র বানানো ও মজুত করা হয়েছে, সে সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতে। অর্থাৎ, তদন্তের বিষয়কে এমনভাবে সাজানো হল যাতে মূল প্রশ্ন — ইরাকের হাতে গণবিধ্বংসী অস্ত্র থাকার অজুহাতে আমেকিার ইরাক আক্রমণ সঙ্গত ছিল কী না — তাকেই চাপা দেওয়া যায়। এছাড়াও, তদন্ত কমিশনকে সময় দেওয়া হয়েছে ৬ মাস, অর্থাৎ ততদিনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং তদন্তের নামে এটিও হবে আরও একটি জালিয়াতি। যেমনটি আমরা ভারতবর্ষে বোফর্স তদন্ত ও বাবরি মসজিদ ধ্বংসের তদন্ত কমিশনের ক্ষেত্রে দেখেছি।

জর্জ বুশ বলেছেন, 'আমেরিকার জনগণকে আমি সত্য ঘটনা জানাতে চাই'। ভোটের বছর, তাই দেশের জনগণকে নিয়ে চিন্তার এই ভন্ডামি। কিন্তু লক্ষ্য করুন, ইরাকের ক্ষতবিক্ষত জনগণের জন্য এটুকু ভন্ডামিও বুশ-ব্লেয়ার দেখাচ্ছে না। ইরাকের শতসহস্র মানুষকে ওরা হত্যা করেছে, তাদের মাতৃভূমি ধ্বংস করেছে, এবং এখনও করে যাচ্ছে, একটিবারও বলছে না, ইরাকের মানুষেরও সত্য জানার অধিকার আছে, একটিবারের জন্য ইরাকের মানুষের কাছে ক্ষমাভিক্ষা করছে না। এরই নাম সাম্রাজ্যবাদ, যা বিশ্বের সকল দেশকে তাদের লুটের ক্ষেত্র মনে করে, জনগণকে মনে করে তাদের দাস, বাধা যারা দেয় তাদের গুলির মুখে উড়িয়ে দিতে এদের হাত কাঁপেনা। আবার ভিয়েতনামের পর ইরাকের মানুষ, ইরাকি তরুণরা দেখিয়ে দিচ্ছে, শক্ত প্রতিরোধ খাড়া করতে পারলে সাম্রাজ্যবাদীদের কোনও অস্ত্রই কাজে আসে না। ওরা মার খাওয়া কুকুরের মত কেঁউ কেঁউ করতে থাকে, যেমনটি আজ মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা করছে।

যে ছবি বুশ-ব্লেয়ার দুনিয়ার মানুষকে দেখাতে চায়না

মার্কিন সেনার উদ্যত রাইফেলের সামনে ইরাকি শিশুদেরও হাত তুলে দাঁড়াতে হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ পরিবারের ৩৭ শতাংশই অতি গরিব

কেবলমাত্র কলকাতা ছাড়া রাজ্যের সবকটি জেলাতেই গরিব মানুষের মাসিক আয় রাজ্যের জন্য নির্ধারিত দারিদ্র্যরেখার থেকেও বহু নীচে। অর্থাৎ সরকার নির্দিষ্ট গরিবিসীমার থেকেও এ রাজ্যের গরিবরা আরও দরিদ্র। সম্প্রতি ব্যুরো অব অ্যাপ্লায়েড ইকনমিকস অ্যাণ্ড স্ট্যাটিসটিকস রাজ্যে এক সমীক্ষা চালায়। সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, মাসিক আয়ের নিরিখে উত্তর দিনাজপুর হচ্ছে রাজ্যের দরিদ্রতম জেলা। এর ঠিক পরেই রয়েছে মালদহ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পুরুলিয়া, দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার প্রভৃতি জেলা। দীর্ঘ দু-তিন দশক পরও রাজ্যের তৎকালীন পিছিয়ে-পড়া জেলাগুলিতে গরিব মানুষের জীবনের মান খুব একটা বদলায়নি তা বি এ ই এসের সাম্প্রতিক সমীক্ষাতেই স্পষ্ট।

রাজ্য সরকার ২০০৪ সালের সংশোধিত বি পি এল তালিকা প্রকাশ করতে পারেনি। ২০০২ সালের জেলায় জেলায় পরিবারভিত্তিক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে রাজ্যে ৪১ লক্ষ ৫২ হাজার গ্রামীণ পরিবার দারিদ্রসীমার নীচে আছে। অর্থাৎ রাজ্যে গ্রামীণ পরিবারের ৩৬.৬৯ শতাংশই দরিদ্র। ব্যুরো অব অ্যাপ্লায়েড ইকনমিকস অ্যাণ্ড স্ট্যাটিসটিকসের সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, রাজ্যের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনকে ভিত্তি করে একটি দারিদ্র্যরেখা ঠিক করা হয়েছে। বি এ ই এস সমীক্ষা মোতাবেক এ রাজ্যে যে সব ব্যক্তি মাসে ৩৭৬ টাকা ৭০ পয়সার কম আয় করেন তাঁরাই দরিদ্র। কিন্তু সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, কলকাতা ছাড়া বাকি সব জেলাতেই গরিব মানুষের মাসিক আয় এর থেকেও কম। আয়ের নিরিখে উত্তর দিনাজপুর রাজ্যের দরিদ্রতম জেলা। এই জেলায় একজন দরিদ্র মানুষ মাসে ১৭২.৭১ টাকা আয় করে, যা রাজ্যের দারিদ্র্যরেখার চেয়ে ১১৮.১১ টাকা কম। এর পরেই মালদহ জেলা। এখানে গরিব মানুষের প্রতি মাসে মাথাপিছু আয় ১৯৩.০১ টাকা, যা রাজ্যের দারিদ্র্যরেখার চেয়ে ৯৫.১৭ টাকা কম। একই অবস্থা দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পুরুলিয়া, কোচবিহার, মুর্শিদাবাদ জেলার।

রাজ্যের পিছিয়ে-পড়া হিসাবে চিহ্নিত জেলাগুলিতে সরকার স্বীকৃত গরিবরা সরকারি হিসাবে নির্ধারিত সীমার চেয়েও গরিব। কিন্তু তথাকথিত উন্নত জেলাগুলিরও একই হাল। যেমন বর্ধমান, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগণা, পূর্ব মেদিনীপুর, হুগলি জেলাতেও গরিব মানুষের জনপ্রতি মাসিক আয় রাজ্যের দারিদ্র্যরেখাকে অতিক্রম করতে পারেনি। বি এ ই এসের সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, একমাত্র কলকাতা শহরের চিহ্নিত গরিবরা জনপ্রতি মাসে ৪২৪ টাকা ২৬ পয়সা রোজগার করে, অর্থাৎ দারিদ্র্যসীমার থেকে মাসে মাত্র ৪৮ টাকা বেশি আয় করে তারা । (বর্তমান ৬-২-০৪)

ট্রাম-বাস পরিবহণ বেসরকারীকরণের পরিকল্পনা

সরকারী-কর্মচারীদের জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ অ্যাকশনের সর্বভারতীয় আহ্বায়ক অচিন্ত্য সিন্‌হা ৬ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

''প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু কলকাতা থেকে ট্রাম তুলে দেওয়ার যে প্রক্রিয়ার সূচনা করেন ১৯৯২ সালে, তা সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত গতকাল বণিকসভা ফিকির এক বৈঠকে ঘোষণা করলেন তাঁর উত্তরসূরী বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বস্তুতপক্ষে ট্রাম তুলে দেওয়ার সুকৌশলী পরিকল্পনা ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরেই। এবার তার সঙ্গে যুক্ত হলো সরকারী বাসও। জনগণকে দ্রুতগতি আধুনিক যানের রঙ্গিন স্বপ্ন দেখিয়ে আসলে একদিকে সরকারী সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা তাঁরা পুরোপুরি ধ্বংস করতে চাইছেন, অন্যদিকে সমগ্র পরিবহন ব্যবস্থার একচেটিয়া মালিকানা দিতে চাইছেন দেশী ও বিদেশী পুঁজিপতিদের হাতে। এর ফলে ট্রাম ও সরকারী বাসের কর্মচারীরা এবং সমগ্র জনগণ চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তাই আমরা মুখ্যমন্ত্রীর এই জনবিরোধী সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং ট্রাম-বাস শ্রমিক কর্মচারী ও জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বেলা ১টায় রাণি রাসমণি রোডে জে-পি-এ আহূত প্রতিবাদ সমাবেশে সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net